আদি-লীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥ ১

পঞ্চশ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব॥ ২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ২
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ৩

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দে তমিতি। তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে। কিম্ভূতম্? অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং চেষ্টিতং কৃষ্ণাবতারণরূপং আচরণং যস্য তম্। যস্য শ্রীমদদ্বৈতস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি শাস্ত্রজ্ঞানহীনোঽপি তস্য শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপয়েৎ বিনির্ণয়েৎ। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অদ্ভুতচেষ্টিতং (আশ্চর্য্যকর্ম্মা) তং (সেই) শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং (শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি), যস্য (যাঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) অজ্ঞঃ (শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ) অপি (ও) তৎস্বরূপং (তাঁহার তত্ত্ব) নিরূপয়েৎ (নিরূপণ করে)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে (শাস্ত্রজ্ঞানহীন) মূর্খও তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি। ১।

অদ্ভুত-চেষ্টিত—উপাসনা দ্বারা তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের অদ্ভুত কার্য্য।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণিত হইবে; তাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের বন্দনা দ্বারা তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। মহাবিষ্ণুর যে স্বরূপ প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া স্বয়ং মুখ্য-উপাদান-রূপে পরিণত হইয়াছেন, তিনিই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব।

২। **পঞ্চশ্লোকে**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ৭-১১ শ্লোকে। **শ্লোকদ্বয়ে**—নিম্নোদ্ধৃত দুই শ্লোকে; এই দুইটী প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ১২।১৩ শ্লোক।

শ্লো। ২।৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে ১২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। "মহাবিষ্ণুঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। **সাক্ষাৎ ঈশ্বর**—ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত সাধারণ জীবতত্ত্ব নহেন; ঈশ্বর-শক্তির আবেশ প্রাপ্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ জীবও নহেন, পরন্তু তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব। এজন্য তাঁহার মহিমা জীব-বুদ্ধির অগোচর। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "ঈশ্বরঃ"-শব্দের অর্থ করা হইল।

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৪
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৫
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্ত্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ॥৬
সে-পুরুষের অংশ অদ্বৈত—নাহি কিছু ভেদ।
শরীর-বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ৭
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥ ৮
জগত মঙ্গলাদ্বৈত—মঙ্গলগুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যার নাম ॥ ৯
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **মহাবিষ্ণু**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনিই নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ রূপে জগতের সৃষ্টি করেন। ১।৫।৫০-৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাঁর অবতার** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার বা স্বরূপ-বিশেষ। ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব

৫-৬। **যে পুরুষ**—যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু। **সৃষ্টি-স্থিতি**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন। **মায়ায়**—মায়া দ্বারা। **লীলায়**—অনায়াসে বা লীলাবশতঃ; ১।৫।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ইচ্ছায়**—ইচ্ছামাত্রে; স্বচ্ছন্দে। **অনন্তমূর্ত্তি** ইত্যাদি—অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করেন। **এক এক মূর্ত্ত্যে**—গর্ভোদশায়িরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ১।৫।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। **সে-পুরুষের অংশ**—পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে বর্ণিত কারণার্ণবশায়ী পুরুষের বা মহাবিষ্ণুর অংশই শ্রীঅদ্বৈত। **নাহি কিছু ভেদ**—অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া অংশ-শ্রীঅদ্বৈতে ও অংশী মহাবিষ্ণুতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। **শরীর-বিশেষ**—স্বরূপ-বিশেষ; বিগ্রহ-বিশেষ; শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুরই একটী বিগ্রহ-বিশেষ। **নাহিক বিচ্ছেদ**—ভেদ নাই। শরীর-বিশেষ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু হইতে বিভিন্ন নহেন।

৮। **সহায় করেন তাঁর**—শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর সহায়তা করেন, সৃষ্টি-কার্য্যে। কিরূপে? **লইয়া প্রধানে**—প্রধান বা প্রকৃতিকে লইয়া; প্রকৃতির গুণমায়া-অংশকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্ব-ইচ্ছায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দেন। **করেন নির্ম্মাণে**—উপাদানরূপে নির্ম্মাণের সহায়তা করেন। ১।৫।৫০-৫৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও গৌরপরিকর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৯। "অদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১১॥"—এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতে সদাশিবও আছেন; শিব-অর্থ মঙ্গল। তাই শ্রীঅদ্বৈতের নাম, গুণ, লীলা—সমস্তই জগতের পক্ষে মঙ্গলময়। **জগত মঙ্গলাদ্বৈত**—শ্রীঅদ্বৈত জগতের মঙ্গলস্বরূপ—কল্যাণস্বরূপ; তাঁহার কৃপাতেই জগতের মঙ্গল। **মঙ্গল গুণ ধাম**—তিনি সমস্ত মঙ্গলময় গুণসমূহের আধার। **মঙ্গল চরিত্র সদা**—তাঁহার চরিত্র বা লীলা সকল সময়েই সকলের পক্ষে মঙ্গলময়। **মঙ্গল যার নাম**—যাঁহার নাম মঙ্গলস্বরূপ; যে অদ্বৈতের নামগ্রহণ করিলেই জীবের মঙ্গল হয়।

১০। কোটি অংশ, কোটি শক্তি এবং কোটি অবতার লইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু সমস্ত সংসার বা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এস্থলে কোটি অর্থ অসংখ্য। মহাবিষ্ণুই সৃষ্টিকার্য্যের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; সুতরাং এই পয়ারোক্ত অংশ, শক্তি ও অবতার নিঃসন্দেহেই মহাবিষ্ণুর অংশ, শক্তি ও অবতারকে বুঝাইতেছে; কিন্তু এই সকল অংশ, শক্তি ও অবতার কি কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড; তাহাতে অনন্ত কোটি রকমের বস্তু; প্রত্যেক বস্তুর উপাদানই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং পরিদৃশ্যমান ভাবে সৃষ্টজগতের বিভিন্ন-উপাদান-সমূহও অনন্ত কোটি; কিন্তু জগতের মূল উপাদান হইলেন পুরুষ মহাবিষ্ণু (১।৫।৫৩); একই মহাবিষ্ণু উপাদানরূপে অনন্তকোটি

মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত উপাদান।
মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান প্রধান ॥ ১১

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা ॥১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অংশে বিভক্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান অনন্ত কোটি বস্তুর অনন্ত কোটি উপাদানে পরিণত হইয়াছেন। মহাবিষ্ণুর **কোটি অংশ** বলিলে এই অনন্ত কোটি উপাদানকেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আবার, মহাবিষ্ণু মূল উপাদান-কারণ হইলেও গৌণ-উপাদান কারণ হইল ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়া; এই গুণমায়ার স্বতঃপরিণামশীলতা নাই; সুতরাং গুণমায়া আপনা-আপনি কোনও বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না; পুরুষের শক্তিতেই একই গুণমায়া সৃষ্ট জগতের অনন্তকোটি বস্তুর পরিদৃশ্যমান অনন্ত কোটি গৌণ-উপাদান রূপে পরিণত হইয়াছে (১।৫।৫০—৫২)। একই গুণমায়াকে পরিদৃশ্যমান অনন্তকোটি বিভিন্ন উপাদানে পরিণত করিবার নিমিত্ত পুরুষের শক্তিকে অনন্ত কোটি বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইতে হইয়াছে; মহাবিষ্ণুর **কোটি শক্তি** বলিতে তাঁহার শক্তির এদাদৃশী অনন্ত বৈচিত্র্যময়-অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **কোটি অবতার**—কোটী কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপাদান কারণরূপে, অথবা উপাদানকারণের অধিষ্ঠাতারূপে অবতার। অথবা, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকেরই মধ্যে গর্ভোদশায়ীরূপে এবং অনন্ত কোটি জীবের প্রত্যেকের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে মহাবিষ্ণুর অবতার।

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে মহাবিষ্ণুর কোটি অংশাদির উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, শ্রীঅদ্বৈত হইলেন জগতের উপাদান-কারণ এবং আলোচ্য পয়ারে "কোটি অংশ কোটি শক্তিতে" জগতের উপাদানের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং জগদুপাদানে মহাবিষ্ণুর "কোটি অংশ কোটি শক্তি" যে অদ্বৈতেরই প্রকাশ—শ্রীঅদ্বৈত যে জগদুপাদানভূত মহাবিষ্ণুর "কোটি অংশ কোটি শক্তির"ই মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে সূচিত হইতেছে।

১১-১২। মায়া বা জড়-প্রকৃতি যেরূপ জগতের (গৌণ) নিমিত্ত ও (গৌণ) উপাদান কারণরূপে দুই অংশে বিভক্ত, কারণার্ণবশায়ী পুরুষও তদ্রূপ জগতের (মুখ্য) নিমিত্ত এবং (মুখ্য) উপাদান কারণ—এই দুই রূপে—গৌণ-নিমিত্ত ও গৌণ-উপাদান কারণ প্রকৃতির সহায়তায় জগতের সৃষ্টি করেন। মায়ার দুই অংশের নাম—জীবমায়া এবং প্রধান বা গুণমায়া (১।৫।৫০ পয়ার দ্রষ্টব্য)। জীবমায়া বিশ্বের গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান বা গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ। পুরুষের শক্তিতেই জীবমায়া নিমিত্ত-কারণত্ব এবং গুণ-মায়া উপাদান-কারণত্ব প্রাপ্ত হয়; তাই পুরুষই জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; পুরুষ স্বীয় শক্তিতে মায়াকে সৃষ্টির উপযোগিনী করিয়া তারপর তাহার সাহায্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **নিমিত্ত উপাদান**—নিমিত্ত ও উপাদান, মায়ার দুই অংশ। **মায়া নিমিত্ত হেতু**—এস্থলে মায়া-শব্দে জীবমায়া। **উপাদান প্রধান**—মায়ার উপাদানাংশের নাম প্রধান।

পুরুষ ঈশ্বর ইত্যাদি—পুরুষ ও ঈশ্বর এই দুইরূপে যথাক্রমে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করেন (কারণার্ণবশায়ী)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্ষুভিতা করেন; এইরূপে পুরুষ সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ হইলেন। আর ঈশ্বর (= শ্রীঅদ্বৈত)-রূপে সেই ক্ষুভিতা প্রকৃতিকে উপাদানত্ব দান করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগিনী করেন; এইরূপে ঈশ্বর (= অদ্বৈত) জগতের মুখ্য উপাদান কারণ হইলেন। অথবা, **পুরুষ ঈশ্বর**—ঈশ্বর কারণার্ণবশায়ী পুরুষ; ঈশ্বর-শব্দে তাঁহার শক্তিমত্তা বুঝাইতেছে। তিনি দ্বিমূর্ত্তি হইয়া (মুখ্য নিমিত্ত-কারণ ও মুখ্য উপাদান-কারণরূপে) গৌণ-নিমিত্ত কারণরূপা এবং গৌণ উপাদান-কারণরূপা প্রকৃতিকে লইয়া, বা স্বশক্তিতে প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব সম্পাদন করিয়া তৎপরে তাহার সহায়তায় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। "নিমিত্ত-উপাদান হঞা"—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—পুরুষ এবং ঈশ্বর (= অদ্বৈত) যথাক্রমে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ হইয়া (অথবা ঈশ্বর-কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া) বিশ্বের সৃষ্টি করেন। **পুরুষ**—শব্দের অর্থ ১।৫।৪৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥১৩
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥১৪
(যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ।
জড় হৈতে কভু নহে জগত সৃজন ॥১৫
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত নির্ম্মাণে ॥১৬
অদ্বৈত রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥) ১৭

অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥১৮
সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' করি কহে ভাগবত ॥১৯

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয় ॥২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। **আপনে পুরুষ** ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হয়েন, দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া। **অদ্বৈত রূপে** ইত্যাদি—আর শ্রীঅদ্বৈতরূপে তিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ হয়েন। মহাবিষ্ণুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান-কারণ, সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত; ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব। এই অদ্বৈতই গুণমায়াকে গৌণ-উপাদানত্ব দান করেন এবং এই রূপেই তিনি সৃষ্টিকার্য্যে কারণার্ণবশায়ীর সহায়তা করেন। **নারায়ণ**—কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ।

১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের মর্ম্ম আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। নিমিত্ত-কারণরূপে তিনি (কারণার্ণবশায়ী) মায়ার প্রতি ঈক্ষণ (দৃষ্টি) করেন; এবং উপাদান-কারণরূপে শ্রীঅদ্বৈত-স্বরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন।

১৫-১৭। এই তিনটী পয়ার অনেক গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না; এই তিন পয়ারের মর্ম্ম (সৃষ্টি-বিষয়ে সাংখ্যমতের খণ্ডন) ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারের টীকা দেখিলেই এই তিন পয়ারের মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে।

১৮। **অদ্বৈত আচার্য্য** ইত্যাদি—মহাবিষ্ণুর একস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য উপাদানরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। **আর এক এক** ইত্যাদি—আবার গর্ভোদশায়িরূপ একমূর্ত্তিতে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা। এই পয়ারে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ম পয়ারের মর্ম্ম পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

১৯। **সেই নারায়ণের**—যিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণার্ণবশায়ী নারায়ণের। **অঙ্গ-মুখ্য**—মুখ্য অঙ্গ বা প্রধান অংশ অর্থাৎ স্বরূপভূত অংশ বা শরীর-বিশেষ হইলেন শ্রীঅদ্বৈত। **অঙ্গ-শব্দে** ইত্যাদি—অঙ্গ-শব্দ যে অংশ-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২০। **অঙ্গ**—মুখ্য বা অন্তরঙ্গ অংশ। **অংশ**—অপর অংশ। ঈশ্বরের অংশমাত্রই—মুখ্যাংশ কি অপরাংশ উভয়ই—চিদানন্দময়—চিন্ময় ও আনন্দময়, অপ্রাকৃত, মায়াতীত; তাহার সহিত মায়ার কোনও সম্বন্ধও নাই; ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের শেষ চরণের তাৎপর্য্য।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীঅদ্বৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ্য অঙ্গ এবং তিনি মায়াতীত; যদিও তিনি মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তথাপি মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরূপ সংস্পর্শ নাই।

অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ ?
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥২২
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৩
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥২৪
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল 'আচার্য্য' ॥২৫
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১। অঙ্গ-শব্দের অর্থও যদি অংশই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে "অংশ" না বলিয়া "অঙ্গ" বলা হইল কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অঙ্গ-শব্দে অন্তরঙ্গতা বুঝায়; সাধারণ অংশ শব্দে তাহা বুঝায় না বলিয়াই "অংশ" না বলিয়া "অঙ্গ" বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, "নারায়ণস্ত্বমি"ত্যাদি শ্লোকে কারণার্ণবশায়ীকে শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গ" বলাতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-অংশ এবং ১৯শ পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতকে কারণার্ণবশায়ীর "অঙ্গ" বলাতে তাঁহাকেও কারণার্ণবশায়ীর অন্তরঙ্গ অংশ (সাধারণ অংশ নহে) বলা হইল। **অন্তরঙ্গ**—ঘনিষ্ঠ; মুখ্য।

২২। এক্ষণে "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। **অদ্বৈত**—দ্বৈত বা ভেদ নাই যাঁহার। ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর অংশ হইলেন শ্রীঅদ্বৈত, আর মহাবিষ্ণু হইলেন তাঁহার অংশী; অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ অভেদ-বশতঃ ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত শ্রীঅদ্বৈতের কোনও দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া (=অভেদ হৈতে) তাঁহার নাম "অদ্বৈত" হইয়াছে। ইহাই তাঁহার অদ্বৈত-নামের সার্থকতা। **পূর্ণনাম**—এই "অদ্বৈত" নামেই শ্রীঅদ্বৈতের "পূর্ণতা" সূচিত হইতেছে; যেহেতু, এই নামে ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভেদ সূচিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে "পূর্ব্বনাম" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়: অর্থ—জগতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই "অদ্বৈত" নাম প্রসিদ্ধ। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" অংশের অর্থ করা হইল। হরি-শব্দে এস্থলে মহাবিষ্ণুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২৩-২৫। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ "আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ"-অংশের অর্থ এবং আচার্য্য-নামের সার্থকতা ব্যক্ত করিতেছেন।

পূর্ব্বে—মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে। **এবে**—এক্ষণে; বর্ত্তমান কলিতে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীঅদ্বৈত সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন প্রবং বর্ত্তমান কলিযুগে শ্রীচৈতন্যসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। **জীব নিস্তারিল** ইত্যাদি—অদ্বৈত কৃষ্ণভক্তি দান করিয়া জগতের জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলে ভক্তির মাহাত্ম্য বিবৃত ও প্রচারিত হইতে পারে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **ভক্তি-উপদেশ** বিনু ইত্যাদি—তিনি সর্ব্বদাই ভক্তিধর্ম্মের উপদেশই জীবকে দিয়াছেন, অন্য কোনওরূপ উপদেশ তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই। **অতএব** ইত্যাদি—গীতাভাগবতের ব্যাখ্যাদ্বারা এবং ভক্তিবিষয়ক-উপদেশদ্বারা—অধিকন্তু নিজের আচরণদ্বারা শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বদা ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে আচার্য্য। **আচার্য্য**—উপদেষ্টা; ধর্ম্ম-প্রচারক, যিনি নিজে আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন।

২৬। **বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো**—ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভিত্তি পত্তন করিয়া—তিনি জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব করিয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত বৈষ্ণবের গুরু হইলেন। **জগতের আর্য্য**—জগদ্বাসীর পূজনীয়, জগতে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন বলিয়া। **দুই নাম** ইত্যাদি—অদ্বৈত এবং আচার্য্য এই দুই নাম একত্র করিয়া লোকে তাঁহাকে "অদ্বৈত-আচার্য্য" বলে।

কমলনয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম অবতংস ॥ ২৭
ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ—সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥৩০
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার ॥ ৩১
আচার্য্যগোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥৩২
আচার্য্যগোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭। নাম-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের অন্য একটী নামের কথা বলিতেছেন। **কমল-নয়নের**—মহাবিষ্ণুর একটী নাম কমল-নয়ন। তাঁহার অংশ—অন্তরঙ্গ-অংশ—বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতেরও একটী নাম হইয়াছে "কমলাক্ষ"; কমলাক্ষ অর্থও কমল-নয়ন। "কমলাক্ষ" শ্রীপাদ অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম। "কমলাক্ষ" তাঁহার পিতৃদত্ত নাম হইলেও তিনি কমল-নয়ন মহাবিষ্ণুর অন্তরঙ্গ-অংশ বলিয়া এই নামও তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

২৮-২৯। অংশ-শ্রীঅদ্বৈত কিরূপে অংশী কমল-নয়ন মহাবিষ্ণুর নাম গ্রহণ করিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের পার্ষদভক্তগণও যখন সারূপ্য লাভ করিয়া শ্রীনারায়ণের রূপ—নারায়ণের চতুর্ভুজত্ব এবং পীত-বর্ণাদি—পাইতে পারেন, তখন কমল-নয়নের প্রধান-অংশ শ্রীঅদ্বৈত যে তাঁহার নামটী প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? **ঈশ্বর-সারূপ্য**—ঈশ্বরের সমান রূপ। **চতুর্ভুজ** ইত্যাদি—যাঁহারা শ্রীনারায়ণের সারূপ্য পাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত পার্ষদভক্তগণ শ্রীনারায়ণেরই ন্যায় চতুর্ভুজ হয়েন এবং শ্রীনারায়ণেরই ন্যায় পীতবসনাদি ধারণ করেন। **অংশবর্য্য**—শ্রেষ্ঠ অংশ। **তাঁর তত্ত্ব** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব, নাম এবং গুণ সমস্তই আশ্চর্য্য; যেহেতু তিনি ঈশ্বর।

৩০-৩২। শ্রীঅদ্বৈতের আশ্চর্য্য-গুণের কথা বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলসীদল দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং অবতরণের নিমিত্ত সপ্রেম-হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহারই ফলে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। প্রেমের সহিত এইরূপ ঐকান্তিকী আরাধনা শ্রীঅদ্বৈতের একটী আশ্চর্য্য গুণ। **স্বগণ সহিতে**—সপরিকরে। **যাঁর দ্বারা** ইত্যাদি—যাঁহাদ্বারা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগৎকে উদ্ধার করিলেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার এবং জীবোদ্ধার—শ্রীঅদ্বৈতের আর একটী আশ্চর্য্য গুণ। **আচার্য্য গোসাঞির**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের। **জীবকীট**—জীবরূপ ক্ষুদ্রকীট। শ্রীঅদ্বৈতের গুণ-মহিমা সমুদ্রের ন্যায় অসীম। ক্ষুদ্রকীট যেমন সমুদ্র পার হইতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তি জীবও শ্রীঅদ্বৈতের গুণ-মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেনা।

৩৩। শ্লোকস্থ "ভক্তাবতারং"-অংশের অর্থ করিতে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

ভক্তের প্রধান লক্ষণ হইল সেবা। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—অঙ্গ অঙ্গীর সেবা করে, অংশ অংশীর সেবা করে; মানুষের হস্ত-পদাদি অঙ্গ অঙ্গী-মানুষের সেবা করে; বৃক্ষের অঙ্গ বা অংশ—মূল—মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া এবং শাখা-পত্র রৌদ্রবায়ু হইতে বৃক্ষের গঠনোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অংশী বা অঙ্গী বৃক্ষের পুষ্টি-সাধনরূপ সেবা করে। এইরূপে সেবা-কার্য্যের আনুকূল্য করে বলিয়া অঙ্গ বা অংশকে অঙ্গী বা অংশীর সেবক বা ভক্ত বলা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর (সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও) অঙ্গ বা অংশ; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃই ভক্ততত্ত্ব; বিশেষতঃ মূল-ভক্ততত্ত্ব শ্রীবলরামের অংশ-কলা বলিয়াও শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃ ভক্ততত্ত্ব।

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥ ৩৪
এই সব লঞা চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এই সব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৫
'মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য' এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু 'গুরু' করি মানে ॥৩৬
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন ॥ ৩৭
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান ॥ ৩৮
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীচৈতন্যদেবের এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং আর এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ। **মুখ্য অঙ্গ**—প্রধান ভক্ত বা পার্ষদ। হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন মূল দেহের ভরণ-পোষণ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা করে; তদ্রূপ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার প্রধান পার্ষদরূপে সহায়তা করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহাদিগেকে "অঙ্গ" বলার তাৎপর্য্য।

৩৪। **উপাঙ্গ**—অঙ্গের অঙ্গ। হস্তের অঙ্গুলি-আদিকে উপাঙ্গ বলা হয়। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ছিলেন প্রভুর উপাঙ্গ-স্বরূপ; শ্রীনিত্যানন্দাদির অনুগত ভক্তরূপে তাঁহারাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে।

হস্ত-মুখ-নেত্র ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ অঙ্গ প্রভুর হস্ত, মুখ এবং নেত্র (চক্ষু) তুল্য (মুখ্য অঙ্গ); আর উপাঙ্গ-স্বরূপ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহার চক্রাদির (সুদর্শন-চক্রাদির) তুল্য। অথবা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হস্ত, মুখ ও নেত্রাদি অঙ্গই তাঁহার চক্রাদির তুল্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে চক্রাদি-অস্ত্রযোগে তিনি অসুর-সংহারাদি করিতেন; কিন্তু গৌর-অবতারে তিনি কোনওরূপ অস্ত্র ধারণ করেন নাই; পরন্তু তাঁহার পার্ষদ-ভক্তবৃন্দের দ্বারা নাম-প্রেমাদি প্রচার করাইয়া তিনি অসুর-প্রকৃতি লোকদিগের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট করিয়াছেন। অথবা, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ (হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি অঙ্গ) দর্শন করিয়াই বহু অসুর-প্রকৃতি লোকের অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (২।১৮-৯); এইরূপে, প্রভুর ভক্তবৃন্দই (অথবা প্রভুর অঙ্গাদিই) গৌর-লীলায় প্রভুর চক্রাদির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৩৫। **এই সব**—শ্রীঅদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দ। **বিহার**—লীলা। **বাঞ্ছিত প্রচার**—নাম-প্রেমাদির প্রচার।

৩৬-৩৭। অদ্বৈত-আচার্য্য স্বরূপতঃ শ্রীমান্ মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেও, লৌকিক-লীলায় প্রভু তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য করিতেন; যেহেতু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভুর পরম-গুরু শ্রীপাদ-মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য (সুতরাং প্রভুর লৌকিক গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ বা গুরু ভাই) ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় ছিলেন। এজন্যই—লৌকিক জগতে গুরুর বা গুরুবর্গের প্রতি মর্য্যাদা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্তুতি-আদি-সহকারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরণ-বন্দনাও করিতেন।

লৌকিক লীলা—নরলীলা। **ধর্ম্ম-মর্য্যাদারক্ষণ**—গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **স্তুতি-ভক্ত্যে**—স্তব ও ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত। **তাঁর**—শ্রীপাদ-অদ্বৈতাচার্য্যের।

৩৮-৩৯। লৌকিক-লীলায় গুরুবর্গ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুরুতুল্য মান্য করিলেও অদ্বৈতাচার্য্য কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বীয় প্রভু বলিয়াই এবং নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়াই মনে করিতেন; এই দাস-অভিমানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এতই আনন্দ পাইতেন যে, সেই আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই আস্বাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি জীবমাত্রকেই কৃষ্ণ-

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস (অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যরূপী-শ্রীকৃষ্ণের দাস) হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন; যেহেতু, কৃষ্ণদাস হইতে পারিলেই উক্ত আনন্দের আস্বাদন সহজ-লভ্য হইতে পারে (ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের পরম-দয়ালুত্ব সূচিত হইতেছে)।

৪০। এই পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি। **আনন্দ-সিন্ধু**—আনন্দের সমুদ্র। **কোটি ব্রহ্মসুখ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির যে সুখ, তাহার কোটি গুণ। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন—ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ব্যক্তি যে আনন্দ পায়েন, তাহার কোটি গুণ আনন্দ একত্র করিলেও কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আনন্দ-সমুদ্রের এক কণিকার তুল্য হয় না। ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

স্বরূপে জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ এবং কৃষ্ণদাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস-অভিমান জীবের পক্ষে স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক; স্বাভাবিক বলিয়া—দাহিকাশক্তিকে যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমানকেও জীব হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নিতে চন্দ্রকান্তমণি বা মহৌষধবিশেষ প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তেমনি দেহাবেশাদিজনিত অন্য অভিমানের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণদাস-অভিমান স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অন্য-অভিমান দূরীভূত হইলে কৃষ্ণদাস-অভিমান জাগ্রত হইয়া পড়ে, উজ্জ্বলতা ধারণ করে এবং তখন এই কৃষ্ণদাস-অভিমানই বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের সহিত অণুচৈতন্য জীবের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে, জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা জাগ্রত করিবে, আনন্দঘনবিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া অনন্তরসবৈচিত্রীর আস্বাদনচমৎকারিতা অনুভব করাইবে। ইহাই হইল কৃষ্ণদাস-অভিমানের স্বাভাবিক ফল। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানমূলক সাধনের ফলে যাঁহারা ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পায়েন, তাঁহারাও এক চিদানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েন সত্য; কিন্তু সেই চিদানন্দ-সমুদ্রে স্বরূপ-শক্তির বিলাস নাই বলিয়া তাহাতে আনন্দের বা রসের তরঙ্গ নাই, বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই; আছে কেবল আনন্দসত্ত্বামাত্রের আস্বাদন। তাঁহাদের কৃষ্ণদাস-অভিমান তখনও জীবস্বরূপবিরোধী ভাববিশেষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারেনা, অখিলরসামৃতবারিধির রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীও তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীর আস্বাদনে যে অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মে, তাহার তুলনায় আনন্দসত্ত্বামাত্রের আস্বাদন অকিঞ্চিৎকর; তাই শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে বলিয়াছিলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥—হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে। হরিভক্তিসুধোদয়॥ ১৪।৩৬॥"

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত জড়-দেহাদিতে এবং দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতিকুল, বিদ্যা, ধনাদিতে আবিষ্ট বলিয়া জাতিকুলের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ধনসম্পত্তির অভিমান-আদি নানাবিধ অভিমানে পরিপূর্ণ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু বলিয়া এবং দেহ-জাতিকুল-বিদ্যা-ধনাদি চিদ্বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া জীবের স্বরূপের সহিত জাতিকুলাদির অভিমানের সজাতীয় সম্বন্ধ নাই, থাকিতেও পারেনা; এসমস্ত অভিমান জীবস্বরূপের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বরূপগত নহে; শুভ্রবস্ত্রে সংলগ্ন কর্দ্দমের ন্যায় আগন্তুক ব্যাপার মাত্র। কৃষ্ণদাস-অভিমান চিত্তকে কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করে; তার জাতিকুলবিদ্যাদির অভিমান চিত্তকে দেহ-দৈহিক বস্তুর দিকে আকর্ষণ করিয়া জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার পোষণ করে, ভক্তিরাণীর কৃপার পথে বাধা জন্মায়। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন।" নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারীর "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অভিমানও

মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪১
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী—হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪২
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবস্বরূপানুবন্ধী প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণদাস-অভিমানকে উদ্বুদ্ধ করার প্রতিকূল। তাই কৃষ্ণদাস-অভিমান ব্যতীত অন্য সকল রকমের অভিমানই রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুর অনন্তরসবৈচিত্রীর আস্বাদন-চমৎকারিতার অনুভব-লাভের প্রতিকূল। ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১। ৪১-৪৬ পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতেরই উক্তি। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অন্য সমস্ত আনন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণদাস-অভিমানের আনন্দ অত্যন্ত অধিক বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও আমি শ্রীচৈতন্যের দাস হইয়াছি।" ইহা যে শ্রীঅদ্বৈতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তাহাও এই পয়ারে সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি সকলকে কৃষ্ণদাস হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দাসাভিমানী হইয়াও কৃষ্ণদাস হওয়ার জন্য সকলকে উপদেশ করিতেছেন; যিনি কৃষ্ণের দাস, তিনিই শ্রীচৈতন্যের দাস; আর যিনি শ্রীচৈতন্যের দাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের দাস।

৪২। দাস্যভাবে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, তাহারই প্রমাণ দিতেছেন পাঁচ পয়ারে। **পরম প্রেয়সী**—শ্রীনারায়ণের প্রিয়তমা। **লক্ষ্মী**—নারায়ণের প্রেয়সী; ইনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের প্রিয়তমা কান্তা, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী তিনি; সুতরাং তাঁহার আনন্দ অপরিসীম; কিন্তু তিনিও কাতরভাবে দাস্যভাবই প্রার্থনা করেন। অথবা, এই পয়ারে লক্ষ্মীশব্দে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছে; তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও কাতর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যই প্রার্থনা করেন। প্রেয়সী-ভাবে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা দাস্যভাবের আনন্দ যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এবং শ্রীরাধার নিকটেও অধিকতর লোভনীয়, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

৪৩। **পারিষদগণ**—শ্রীভগবানের পার্ষদ-ভক্তগণ। **বিধি**—ব্রহ্মা। **ভব**—শিব। **শুক**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী। **সনাতন**—চতুঃসনের একতম; উপলক্ষণে সনাতন, সনক, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারিজনকেই (চতুঃসনকেই) বুঝাইতেছে।

ব্রহ্মা যে কৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে, এস্থলে মাত্র একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেত্র বাহন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩০ ॥—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে কিম্বা অন্য কোনও পশুপক্ষি-প্রভৃতি জন্মেই হউক, আমার যেন সেইরূপ মহদ্‌ভাগ্য হয়, যাহাতে আমি আপনার ভক্তগণ মধ্যে যে কোনও একজন হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।" শিবসম্বন্ধে ব্রহ্মা নারদের নিকট বলিয়াছেন—"যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জরসেনোন্মাদিতঃসদা। অবধীরিতসর্ব্বার্থপারমৈশ্বর্য্যভোগকঃ ॥ অস্মাদৃশো বিষয়িণো ভোগসক্তান্ হসন্নিব। ধুস্তূরার্কাস্থিমালাধৃগ্‌নগ্নো ভস্মানুলেপনঃ ॥ বিপ্রকীর্ণজটাভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে। তথা স গোপনাসক্তকৃষ্ণপাদাব্জ শৌচজাম্। গঙ্গাং মূর্দ্ধ্নি বহন্ হর্ষান্নৃত্যন্ চালয়তে জগৎ ॥—যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া, ধর্ম্মাদি অর্থসকলকে এবং পারমৈশ্বর্য্যভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের ন্যায় ভোগাসক্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুস্তূর, অর্ক ও অস্থিমালা ধারণ করেন, যিনি উলঙ্গভাবে অবস্থান, ভস্মানুলেপন এবং প্রসারিত জটাভার বহন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, যিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ হইয়াই যেন কৃষ্ণপাদাব্জশৌচসম্ভূতা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে এই জগৎকে প্রকম্পিত করিতেছেন, ইত্যাদি। বৃ, ভা, ১।২।৮১-৩ ॥" (পরবর্ত্তী ১।৬।৬৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য)। শ্রীনারদ

নিত্যানন্দ অবধূত--সভাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৪
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৫
এ সব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সভায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৬
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস ॥ ৪৭
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৪৮
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৪৯
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করেন। শ্রীশুকদেবও হরিগুণ-কীর্ত্তনে রত, শ্রীমদ্‌ভাগবতই তাহার প্রমাণ; সনকাদির হরিগুণ-কীর্ত্তনের কথাও সর্ব্বশাস্ত্রবিদিত।

শ্রীভগবানের সমস্ত পার্ষদ-ভক্তগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেব এবং চতুঃসনাদিও দাস্যভাবেই সমধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; তাই তাঁহারা সকলেই দাস্যভাব প্রার্থনা করেন।

৪৪। **অবধূত**—সন্ন্যাসিবিশেষ। **আগল**—অগ্রগণ্য। **সভাতে আগল**—সর্ব্বাগ্রগণ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অবধূত-শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনিও শ্রীচৈতন্যের দাস্য-প্রেমেই উন্মত্তপ্রায়—আত্মহারা।

৪৫-৪৬। শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ সকলেই পরম-পণ্ডিত, সকলেই পরম-মহান্‌, পরম-জ্ঞানী, পরম-গম্ভীর; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাস্যভাবের আনন্দে সকলেই উন্মত্তপ্রায়—আত্মহারা। এসকল পয়ারে দাস্যপ্রেমের তাৎপর্য্য—সেবাবাসনা।

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি শেষ হইল।

৪৭ **এই মত**—৪০-৪৬ পয়ারের মর্ম্মানুরূপ। **গায়**—(দাস্যভাবের মহিমা) কীর্ত্তন করেন। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুরূপ ভাবে দাস্যভাবের মহিমা কীর্ত্তন করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা অট্ট অট্ট হাস্য করেন; আর শ্রীচৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণের) দাস হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত লোককে উপদেশ করেন। নৃত্য, অট্টহাস প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রেমের বাহ্য লক্ষণ। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

৪৮। এই পয়ার আবার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি। শ্রীচৈতন্য-প্রভু আমাকে (শ্রীঅদ্বৈতকে) গুরু বলিয়া মনে করেন; তথাপি আমার মনে হয়, আমি তাঁহার দাস মাত্র।

৪৯। শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুরু-জ্ঞান করা সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈতের মনে তাঁহার দাস-অভিমান কিরূপে জন্মিতে পারে? তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত স্বভাব-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এমনি এক অপূর্ব্ব অলৌকিক স্বভাব যে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে নিজের কনিষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের মনে তো দাস্যভাব জন্মায়ই, পরন্তু যাঁহাদিগকে তিনি গুরু জ্ঞান করেন, কিম্বা সমান (বা সখা) জ্ঞান করেন, তাঁহাদের মনেও দাস্যভাব জন্মাইয়া দেয়। **গুরু**—নর-লীলার রসপুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার যে সমস্ত পার্ষদকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু বলিয়া মনে করেন—যেমন শ্রীনন্দ-যশোদাদি। **সম**—নর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত পার্ষদকে তাঁহার সমান—সমভাবাপন্ন সখা-বলিয়া মনে করেন; যেমন সুবল-মধুমঙ্গলাদি। **লঘু**—যে সমস্ত পার্ষদকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; যেমন রক্তক-পত্রকাদি। বস্তুতঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গুরু বা সমান কেহই নাই; কেবল মাত্র লীলানু-রোধেই তিনি পার্ষদ-বিশেষকে গুরু বা সমান বলিয়া মনে করেন।

৫০। **ইহার প্রমাণ**—পার্ষদের মধ্যে যাঁহারা গুরুবর্গ বা সখা, তাঁহাদের চিত্তেও যে কৃষ্ণপ্রেম দাস্যভাব জন্মাইয়া দেয়, তাহার প্রমাণ। **শাস্ত্রের ব্যাখ্যান**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ। **মহদনুভব**—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ত

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দমহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহো নয় ॥ ৫১
শুদ্ধবাৎসল্য—ঈশ্বরজ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫২
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে—॥ ৫৩
'শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪
তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥' ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহদ্‌ব্যক্তিদের অনুভব। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারাই মহৎ (ভূমিকায় সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-সমূহের অতীত, তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, তাহা অভ্রান্ত; সুতরাং তাঁহাদের অনুভবই কোনও বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ। তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা শাস্ত্রাদিতে লিখিয়া গিয়াছেন—মহদ্-ব্যক্তিদের অনুভবলব্ধ সত্য বলিয়াই শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-স্থানীয়। বস্তুতঃ মহদনুভবই সমস্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য। কৃষ্ণ-প্রেম যে গুরু-সম-লঘু সকলকেই দাস্যভাবে প্রণোদিত করে, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে তাহার মহদনুভবরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে; নিম্নে কতিপয় পয়ারে সেই প্রমাণই দেওয়া হইয়াছে।

৫১-৫২। নন্দমহারাজের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র; এই অভিমানে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লাল্য মনে করিতেন; তিনি কোনও সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না—নিজের পুত্রমাত্রই মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহার পিতৃ-অভিমান স্থায়ীই ছিল; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাঁহার ভাবও শুদ্ধবাৎসল্যময় ছিল—বসুদেবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ছিল না; বসুদেবেরও অভিমান ছিল—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা; কিন্তু এই অভিমান সময় সময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হইত; শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, বসুদেব তাহা সময় সময় বুঝিতে পারিতেন এবং যখন তাহা বুঝিতে পারিতেন, তখন তাঁহার পিতৃ-অভিমান বিচলিত হইত, বাৎসল্যভাবও সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচ্ছিন্ন ছিল। তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব-প্রভাবে নন্দমহারাজও দাস্যভাবের অনুকরণ করিতেন।

অন্যের কা কথা—অন্যের কথা আর কি বলিব। **ব্রজে**—ব্রজলীলায়। **তাঁর সম** ইত্যাদি—ব্রজলীলায় নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচলিত এবং অনবচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া এবং বসুদেবাদির পিতৃ-অভিমান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময় সময় সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইত বলিয়া নন্দমহারাজ অনবচ্ছিন্নভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের অভিমানযুক্ত ছিলেন; এরূপ ভাবাপন্ন আর কেহ ছিলেন না বলিয়াই বলা হইয়াছে—তাঁহার তুল্য গুরু (নিরবচ্ছিন্ন গুরুভাবময়) শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ ছিল না। এস্থলে নন্দমহারাজের উপলক্ষণে যশোদা-মাতাকেও বুঝাইতেছে—তাঁহারা উভয়েই শুদ্ধবাৎসল্য-ভাবাপন্ন ছিলেন। **অনুকার**—অনুকরণ (ইহার প্রমাণ নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।)

৫৩। তেঁহো—সেই (শুদ্ধবাৎসল্য-ভাবাপন্ন) নন্দমহারাজ। **রতি মতি**—অনুরাগ ও মনের গতি। **তাঁহার শ্রীমুখবাণী**—নন্দমহারাজের নিজের মুখের কথা (যাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রীভাগবতশ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।)

৫৪-৫৫। নন্দমহারাজের শ্রীমুখবাণী ভাষায় প্রকাশ করা হইতেছে, দুই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রজে আসিয়া দেখিলেন যে, নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বিরহ-দুঃখ দূর করার অভিপ্রায়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন; তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া নন্দমহারাজ বলিলেন—"উদ্ধব! যাঁহার বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি, সেই কৃষ্ণ আমার ছেলে, অপর কেহ নহে। তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, সেই কৃষ্ণ ঈশ্বর (অবশ্য আমি তাহা মনে করি না), তথাপি তাহাতে যেন আমার মনের গতি বর্ত্তমান সময়ের মতনই থাকে—পুত্রজ্ঞানে তাহাকে আমি যেরূপ স্নেহ-মমতা করিতেছি, এক্ষণে তোমার মুখে তাহার ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া সেইরূপ স্নেহ-মমতা করিতে যেন বিরত না হই; কারণ, তুমি যাহাই

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬ ; ৬৭)—
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুরাগেণ প্রাবোচন্নিত্যুক্তত্বাম্মনস ইত্যাদিরনুরাগকৃতৈবোক্তি র্নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা, তস্মাত্তুস্তৈশ্বর্য্য-প্রধানং মত-মালোচ্য স্বাত্যন্তদুঃখব্যঞ্জকেন তদভ্যুপগমবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে-মনস ইতি-দ্বাভ্যাম্। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব মন্যতে যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরতঃএব তথাপি তত্রৈবাস্মাকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্নতু তত উদাসীনা ইত্যর্থঃ। প্রহ্বণং প্রহ্বাণং নম্রত্বং তদাদিষু আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকম্। শ্রীজীব ॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলনা কেন, আমি জানি কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র ; কোনও কারণে যদি তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা দেখাইতে না পারি, তাহার লালন-পালন করিতে না পারি, তাহার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারি, তাহা হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট ও দুঃখ হইবে—তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আর কৃষ্ণ-নামে বর্ণিত ঈশ্বর যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাতে যেন আমার মতি হয়—ইহাই প্রার্থনা। অথবা, (অনুরাগাধিক্যে শ্রীনন্দ বলিতেছেন) তুমি যাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ (অথচ বস্তুতঃ যে আমার পুত্র), সেই কৃষ্ণে যেন আমার মতি—স্নেহমমতাময় ভাব—সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।" এই উক্তিতে শ্রীনন্দের কৃষ্ণদাসত্বের ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহা ঈশ্বর-জ্ঞানে দাসত্ব নয় ; পরন্তু স্বীয় পিতৃ-অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই নন্দমহারাজ কৃষ্ণদাসত্বের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—যে দাসত্বের অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের এবং অমঙ্গল-বিনাশের কামনায়। যাঁহারা গুরুভাবের অভিমান পোষণ করেন, সাধারণতঃ তাঁহারা কনিষ্ঠদের নিকট হইতে সেবা পাইতে চাহেন ; নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের গুরু-অভিমান পোষণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজের কোনওরূপ সেবা প্রাপ্তির কামনা করেন নাই—বরং শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন-তত্ত্বাবধানাদিদ্বারা নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে উৎকণ্ঠিত ছিলেন ; এইরূপে, যিনি যে ভাবের অভিমানই মনে পোষণ করুন না কেন, সকলেরই একমাত্র অভিপ্রায়—স্বীয় অভিমানের অনুরূপ সেবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

শ্লো। ৫। অন্বয়। নঃ (আমাদের) মনসঃ (মনের) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসমূহ) কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ (কৃষ্ণের পদকমলে আশ্রয় লউক); বাচঃ (আমাদের বাক্যসমূহ) নাম্নাং (কৃষ্ণের নামসমূহের) অভিদায়িনীঃ (কীর্ত্তনশীল) [স্যুঃ] (হউক); তৎপ্রহ্বণাদিষু (তাঁহার নমস্কারাদিতে) কায়ঃ (আমাদের শরীর) অস্তু (থাকুক—নিয়োজিত হউক)।

অনুবাদ। আমাদের মনের বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণাবলম্বিনীই হউক (অর্থাৎ যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে কর, আর যদিও আমাদিগের পক্ষে তৎপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত—তথাপি তাঁহাতে আমাদের তদুচিত বৃত্তিসমূহ থাকুক ; পরন্তু তাঁহা হইতে যেন উদাসীন না হয়); এবং আমাদিগের বাক্য (কিম্বা বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের দামোদর-গোবিন্দ প্রভৃতি) নাম-সমূহের কীর্ত্তনশীল হউক (কীর্ত্তন করুক); আর আমাদিগের দেহ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক। ৫।

উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী (১০।৪৭।৬৫) শ্লোকে বলা হইয়াছে "নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ—শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্‌গদভাবে শ্রীউদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন।" সুতরাং আলোচ্য "মনসোবৃত্তয়" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মও শ্রীনন্দাদি অনুরাগের সহিতই বলিতেছেন—উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়েই যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে।

উদ্ধবের ঐশ্বর্য্যপ্রধান মতের আলোচনা করিয়া তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন—"আমরা কৃষ্ণের মাতা-পিতা ; কৃষ্ণ রূপের ও গুণের অপার সমুদ্রতুল্য ; তথাপি আমরা তাহার প্রতি অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, এখনও করিতেছি। কৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল, তখন তাহার প্রতি অনেক স্নেহ-মমতা দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া। | মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বররূপেঽপি কৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়েত্যনুক্ত্বা ঈশ্বরেচ্ছয়েতি পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ, কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপন্নত্বাদাত্মনি সাধারণ্যমননেন মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ। দানস্য পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ। অথ চ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়পিতৃবাৎসল্যেনাপি সম্ভবতীতি॥ শ্রীজীব॥ ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—সে সমস্তই কৃত্রিম ছিল; নচেৎ তাহার বিরহেও আমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারি? এই সংসারে একমাত্র মহারাজ-দশরথই বাস্তবিক পিতৃগুণের অধিকারী ছিলেন—পুত্র রামচন্দ্র দূরদেশে গমন করিয়াছেন শুনিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা এখনও জীবিত আছি! বাস্তবিক পুত্র-কৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম তো দূরের কথা—প্রেমের গন্ধও নাই; আমরা পিতা-মাতার অনুপযুক্ত; তাই কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দেবকী-বসুদেবকে পিতা-মাতা রূপে অঙ্গীকার করিয়াছে—উদ্ধব বলিতেছেন, কৃষ্ণ নাকি পরমেশ্বর; বোধ হয় পরমেশ্বর বলিয়া তাহার কোনও এক অচিন্তনীয় বিচিত্র স্বভাববশতঃই কৃষ্ণ এইরূপ করিতে পারিয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণ যে আমাদিগকে অনুপযুক্ত পিতামাতাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কেহই নাই; ধিক্ আমাদিগকে!" মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কৃষ্ণবিরহজনিত বিবশতায় এবং নিজেদের প্রতি কৃষ্ণের ঔদাসীন্যের ভাবনায় নন্দমহারাজার মনে মহানুরাগ-জাত যে মহাদৈন্যের উদয় হইয়াছিল, তাহারই মহান্ আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি বলিলেন—"এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল; ভবিষ্যতের কোনও জন্মে এই শ্রীকৃষ্ণে যেন রতিমতি হয়, যেন আমরা তাহার পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।"—[সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের স্বভাবই এই যে, বিরহের বিবশতায় এবং নিজের প্রতি বিষয়ালম্বনের (শ্রীকৃষ্ণের) ঔদাসীন্যজ্ঞানে ভক্তের চিত্তে মহাদৈন্য উপস্থিত হয়; তাহাতে স্বীয় ভাবের বিচ্যুতি ঘটে এবং দাস্যভাবের উদয় হয়। তাই নন্দমহারাজ উক্তরূপ চিন্তা করিয়াছেন ও মনসোবৃত্তয় ইত্যাদি কথা বলিতে পারিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে এসব কথা বলেন নাই] (চক্রবর্ত্তী)।

অথবা, "মনসোবৃত্তয়" ইত্যাদি শ্লোকানুরূপ কথা নন্দমহারাজের উক্তিই নহে—পূর্ব্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে, "শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন"—ইহা হইতে বুঝা যায়, অনুরাগের আধিক্যবশতঃ—সুতরাং বিরহদুঃখের আধিক্যবশতঃ—বলিতে আরম্ভ করিয়াই নন্দমহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি আর কথা বলিলেন না; তখনি তাঁহার সঙ্গে যে অন্য গোপগণ ছিলেন, তাঁহারাই "মনসোবৃত্তয়" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন; ইহা নন্দমহারাজের উক্তি নহে, হওয়াও সম্ভব নয়; কারণ, "আমাদের মনের বৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া হউক" এইরূপ প্রার্থনা—পরম-বাৎসল্যময় শ্রীব্রজরাজের পক্ষে সম্ভব হয়না (বৃহত্তোষণী)।

উক্তশ্লোকে (আমাদের দেহ তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক—এই বাক্যে) কায়িক, (বাক্য তাঁহার নাম সকল কীর্ত্তন করুক—এই বাক্যে) বাচনিক এবং (মনোবৃত্তি তাঁহার পদ-কমলকে আশ্রয় করুক—এই বাক্যে) মানসিক ভক্তি-প্রকার-সমূহ প্রার্থনা করা হইয়াছে। **প্রহ্বণ**—নমস্কার, প্রণাম। প্রহ্বণাদি পদের আদি-শব্দে পরিচর্য্যাদি সূচিত হইতেছে।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** ঈশ্বরেচ্ছয়া (ঈশ্বরেচ্ছায়) কর্ম্মভিঃ (প্রারব্ধ-কর্ম্মবশতঃ) যত্র ক্বাপি (যে কোনও স্থানেই বা) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণ-শীল) [অস্মাকং] (আমাদের) মঙ্গলাচরিতৈঃ (নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্ম্মাদির ফলে) দানৈঃ (গবাদি-দানের ফলে) ঈশ্বরে (ঈশ্বররূপ) কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগ) [অস্তু] (হউক)।

অনুবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে (এই পৃথিবীতে কিম্বা ঊর্দ্ধলোকে) যে কোনও স্থানে ভ্রমণশীল আমাদিগের (নিত্য-নৈমিত্তিক শুভানুষ্ঠানরূপ) মঙ্গলাচরণ ও (গবাদি-দানের প্রভাবে ঈশ্বরে (ঈশ্বররূপ কৃষ্ণে) রতি (অনুরাগ) হউক। ৬

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন—কেবল সখ্যময় ॥ ৫৬
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণসেবন ॥ ৫৭

তথাহি তত্রৈব (১০।১৫।১৭)—

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহাত্মনঃ মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্তঃ "সুপাংসুপোভবন্তি" ইত্যুপসঙ্খ্যানেন তস্য মহাগুণগণস্যেতি হতঃ তাদৃশতৎ-সেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈরিত্যাত্মানম্ অধিক্ষিপতি তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেঽপি "অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা" তিবত্তৎপ্রয়োগঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব-শ্লোক-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক-সম্বন্ধেও তাহা তাহাই প্রযুজ্য; কারণ, এই দুইটী শ্লোকেই "শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতির" উক্তির মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরেচ্ছয়া—ঈশ্বরের ইচ্ছায়; এস্থলে তাঁহার (ঈশ্বর—কৃষ্ণের) ইচ্ছায় না বলিয়া "ঈশ্বরেচ্ছায়" এই পৃথক্ ঈশ্বর-পদের যে উক্তি, তাহা বক্তার স্ব-ভাবেরই অনুরূপ। "ঈশ্বরেচ্ছায়"-পদের তাৎপর্য্য—কর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। উদ্ধবের কথানুসারে নন্দমহারাজ যদি কৃষ্ণকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকারই করিতেন, তাহা হইলে "ঈশ্বরেচ্ছায়" না বলিয়া "তাহার ইচ্ছায়" বা "কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই" বলিতেন। **কর্ম্মভিঃ**—প্রারব্ধ-কর্ম্মফল-অনুসারে। শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ; তাঁহাদের কোনও কর্ম্মাদি নাই, তাঁহারা লীলামাত্র করেন। "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-প্রমাণানুসারে বৈষ্ণবদিগেরই কর্ম্মজন্য জন্মাদি থাকেনা, ভগবৎ-পরিকর নন্দাদির তাহা কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার পরিকর বলিয়া লীলাপুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তির ইচ্ছাতেই তাঁহাদের সাধারণ-নর-অভিমান—নিজেদিগকে তাঁহারা সংসারি-মানুষ বলিয়াই মনে করেন; তাই এস্থলে কর্ম্মফলের কথা বলা হইয়াছে। **ভ্রাম্যমাণানাং**—ভ্রমণশীল; কর্ম্মফলানুসারে বভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে। **মঙ্গলাচরিতৈঃ**—নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা। **দানৈঃ**—গবাদির দান দ্বারা। গবাদিদানও মঙ্গলাচরণেরই অন্তর্ভুক্ত; তথাপি তাহার পৃথক্ উক্তি দ্বারা নন্দমহারাজের পরম-বদান্যতা বা দানের প্রাচুর্য্যই সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ পয়ারের প্রমাণরূপে উক্ত দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫৬-৫৭। ৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণপ্রেম গুরু, সম ও লঘুকে দাস্যভাব করায়; তন্মধ্যে ৫১-৫৫ পয়ারে গুরুবর্গের দাস্যভাবের উদাহরণ দিয়া এক্ষণে সম বা সখাদের দাস্যভাবের উদাহরণ দিতেছেন। শ্রীদামাদি ব্রজলীলার সখাগণের ভাব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন, শুদ্ধসখ্যময়; তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই সমান, কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন; তাই তাঁহারা সমান-সমান ভাবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাদির অনুকরণ করিয়া খেলা করেন; কোনও সময়ে খেলায় হারিলে তাঁহারা যেমন কৃষ্ণকে কাঁধে করেন, আবার কৃষ্ণ খেলায় হারিলেও তাঁহারা কৃষ্ণের কাঁধে চড়েন, তাহাতেও কোনও রূপ সঙ্কোচ মনে করেন না; এরূপই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মাখামাখি ভাব। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত স্বভাববশতঃ তাঁহারাও কখনও কখনও দাস্যভাবে কৃষ্ণের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন। প্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাবই তাঁহাদের মনে দাস্যভাবোচিত সেবার বাসনা জাগাইয়া দেয়—শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত।

শ্রীদামাদি—সখাদের মধ্যে শ্রীদামই মুখ্য বলিয়া তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন**—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, এই জ্ঞান সখাদের মনে স্থান পায় না। **কেবল সখ্যময়**—বিশুদ্ধ-সখ্যভাবাপন্ন। **যুদ্ধকরে**—যুদ্ধের অনুকরণে—মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি-আদি করিয়া—খেলা করে॥

শ্লো। ৭। অন্বয়। কেচিৎ (কোনও) মহাত্মনঃ (পরমভাগ্যবান্ গোপবালকগণ) তস্য (তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের)

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৫৮

যাঁ-সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাদসম্বাহনং (পাদসম্বাহন) চক্রুঃ (করিয়াছিলেন); হতপাপ্মানঃ (পাপরহিত) অপরে (অপর গোপবালকগণ) ব্যজনৈঃ (ব্যজন দ্বারা) সমবীজয়ন্ (বীজন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। পরমভাগ্যবান্ কোনও কোনও গোপবালক (সখা) সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন; এবং পাপশূন্য অপর বয়স্যগণ (পল্লবাদি-নির্ম্মিত) ব্যজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ৭।

পাদসম্বাহন—পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি। **মহাত্মনঃ**—ইহা আর্ষপ্রয়োগ; মহাত্মানঃ হইবে। অর্থ—পরম-ভাগ্যবান্। **তস্য**—অশেষ-কল্যাণগুণ-গণের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের। **হতপাপ্মানঃ**—হত হইয়াছে পাপ যাঁহাদের; ইহাতে বুঝা যায়, এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের পূর্ব্বে পাপ ছিল, সেই পাপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অন্তরায়-স্বরূপ ছিল; এক্ষণে কোনও কারণে তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা বীজনাদিরূপ সেবা পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসখাগণ জীব নহেন; সুতরাং কোনও সময়েই পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর—শুদ্ধ-সত্ত্বময়-বিগ্রহ। সুতরাং "হতপাপ্মানঃ"-শব্দের উল্লিখিত সাধারণ অর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারেনা। উক্তশব্দের অন্যরূপ তাৎপর্য্য আছে; তাহা এই—আত্মা নিত্যবস্তু এবং চিদ্বস্তু; পাপ কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তথাপি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা—এই আত্মা পাপশূন্য।" এই শ্রুতিবাক্যে "অপহতপাপ্মা"-শব্দে যেমন "নিত্য আত্মার নিত্য-পাপশূন্যতা" সূচিত করিতেছে, তদ্রূপ উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে "হতপাপ্মানঃ"-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের "নিত্য-পাপশূন্যত্ব" সূচিত হইতেছে। এইরূপ অর্থ করিলে আর কোনও আপত্তির কারণ থাকে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। "পাদসম্বাহনং চক্রুঃ"-বাক্যে সমভাবাপন্ন-সখাগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবারূপ দাস্য সূচিত হইতেছে।

৫৮-৫৯। কৃষ্ণপ্রেম যে "লঘুকেও" দাস্যভাবাপন্ন করায়, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে নায়িকাই লঘু বা কনিষ্ঠ; এই প্রকরণে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের দাস্যভাবের কথাই বলা হইয়াছে—৫৮-৬২ পয়ারে। প্রেয়সীদের মধ্যে আবার সর্ব্বাগ্রে ব্রজগোপীদিগের কথা বলা হইতেছে।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী যত গোপসুন্দরী আছেন, তাঁহাদের প্রেমেরও তুলনা নাই, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়ও শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই। তাঁহাদের প্রেমাতিশয্যের মহিমা দেখিয়া স্বয়ং উদ্ধবও তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছেন; এতাদৃশী গোপসুন্দরীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন।

যাঁর পদধূলি ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো" ইত্যাদি (৩।৪।৩১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উদ্ধব আমা-অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন।" আবার "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥" ইত্যাদি (১১।১৪।১৫) শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়—ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমনকি আত্মাও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহেন।" এসমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য হইতে বুঝা যায়, মহিমাংশে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের তুল্য এবং প্রিয়ত্বাংশেও শ্রীউদ্ধবের সমান কেহ নাই—তিনি সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি। কিন্তু পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের প্রেম-মহিমা এমনই অদ্ভুত যে, এতাদৃশ উদ্ধবও নিজেকে গোপীদিগের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যামিত্যাদি" বাক্যে তাঁহাদের চরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১)। এতাদৃশ-প্রেমবতী গোপীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া মনে করেন; ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! হে বীর! নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য তথাভুত। হে সখে! ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয়স্মেতি নিশ্চিতং প্রথমং তাবজ্জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয়॥ স্বামী॥ ৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। ব্রজজনার্ত্তিহন্ (হে ব্রজবাসিগণের দুঃখহারিন্)! বীর (হে বীর)! নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (হে ঈষদ্ধাস্যে-স্বজন-গর্ব্বনাশক)! সখে (হে সখে)! স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ (তোমার দাসী) নঃ (আমাদিগকে) ভজ (ভজনা কর), চারু (মনোহর) জলরুহাননং (মুখকমল) যোষিতাং (সেবিকা-আমাদিগকে) দর্শয় (দর্শন করাও)।

অনুবাদ। হে ব্রজ-জনার্ত্তি-বিনাশন! হে বীর! হে ঈষদ্ধাস্যে নিজজনের-গর্ব্বনাশক! হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে ভজনা কর—তোমার মনোহর মুখ-কমল দর্শন করাও। ৮।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণ বিলাপ করিয়া করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রজজনার্ত্তিহন্—ব্রজবাসিগণের দুঃখ-বিনাশকারিন্। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি সমস্ত ব্রজবাসীর দুঃখ দূর কর, এ বিষয়ে তোমার প্রসিদ্ধি আছে; আমরাও ব্রজে বাস করি; তোমার বিরহ-দুঃখে আমাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; আমাদের দুঃখ দূর কর—সে যোগ্যতাও তোমার আছে। **বীর**—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দানবীরত্ব সূচিত হইতেছে; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"তুমি দানবীর; যাহা অদেয়, তাহাও তুমি দিতে সমর্থ; আমরা যাহা চাই, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা দাও।" **নিজজন-স্ময়ধ্বংসনস্মিত**—স্ময় অর্থ গর্ব্ব, মান। "একমাত্র তোমার ঈষৎ-হাস্যেই তোমার প্রিয়াদিগের গর্ব্ব-মান—সমস্ত দূরীভূত হইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; সুতরাং তুমি বাহির হইয়া আইস, আর লুকাইয়া থাকিও না।" রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সঙ্গে কতক্ষণ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপীই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া গর্ব্বানুভব করিতে লাগিলেন। গোপীদের এই সৌভাগ্যমদ এবং গর্ব্ব দূর করার অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪৮॥ **সখে**—"তুমি আমাদের সখা—সমপ্রাণ; আমাদের দুঃখে তুমিও দুঃখিত হইবে।" **ভবৎকিঙ্করীঃ**—"আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার শরণাগতা; আমাদিগকে উপেক্ষা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।" বিরহজনিত দৈন্যবশতঃ এরূপ বলিতেছেন। **ভজ**—পালন কর; আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। কিরূপে তাহা হইতে পারে? তাহাই বলিতেছেন—**জলরুহাননং** ইত্যাদি—কমলের ন্যায় মনোহর তোমার যে বদন, কৃপা করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাও। যদি তাহা না দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মরণ নিশ্চিত।

কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণেরও যে দাস্যভাব জন্মে, এই শ্লোকে (ভবৎকিঙ্করীঃ-শব্দে) তাহাই দেখান হইল।

তত্রৈব (১০।৪৭।২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৯

তাঁ-সভার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬০
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তেন সম্মন্ত্রিতা সতী ব্রূতে। অপি বতেতি—বত হর্ষে। হে সৌম্য! গুরুকুলাদাগত্যার্য্যপুত্রঃ কৃষ্ণোঽধুনা কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্ততে কদাচিদপি নোঽস্মাকং বার্ত্তাঃ কিং ব্রূতে, অগুরুবৎ সুগন্ধং ভুজং নো মূর্দ্ধ্নি কদানু ধাস্যতীতি॥ স্বামী ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। আর্য্যপুত্রঃ (আর্য্যপুত্র—শ্রীকৃষ্ণ) অধুনা (এক্ষণে—আজকাল) মধুপুর্য্যাং (মধুপুরীতে) আস্তে (আছেন) অপি বত (কি)? সৌম্য (হে সৌম্য)! স (তিনি—শ্রীকৃষ্ণ) পিতৃগেহান্ (পিতৃগৃহ) বন্ধূন্ (বন্ধুবর্গকে), গোপান্ (গোপগণকে) স্মরতি (স্মরণ করেন কি)? স (তিনি) ক্বচিদপি (কখনও) কিঙ্করীণাং (কিঙ্করী) নঃ (আমাদের) কথাং (কথা) গৃণীতে (বলেন কি)? অগুরুসুগন্ধং (অগুরুসুগন্ধি) ভুজং (বাহু) কদানু (কখন) [অস্মাকং] (আমাদিগের) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অধাস্যৎ (ধারণ করিবেন)?

অনুবাদ। হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া) এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণে (তাঁহার) পিতৃগৃহসমূহকে, বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্মরণ করেন কি? তাঁহার কিঙ্করী-আমাদের কথা তিনি কখনও বলেন কি? কবে তিনি তাঁহার অগুরু-সুগন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন?॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব ব্রজে আসিয়া যখন গোপসুন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গোপ-সুন্দরীগণ উদ্ধবকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। গোপসুন্দরীগণ জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসমাপ্তির পরে পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উদ্ধবকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"গুরুগৃহ হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি মথুরাতেই আছেন তো? না কি ব্রজ ছাড়িয়া যেমন মথুরায় গিয়াছিলেন, তদ্রূপ মথুরা ছাড়িয়াও অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন?" **আর্য্যপুত্র**—আর্য্য-শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র; প্রাচীনকালে পতিকেই স্ত্রীলোকগণ আর্য্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেন। **মধুপুর্য্যাং**—মধুপুরীতে; মথুরার একটী নাম মধুপুরী। **পিতৃগেহান্**—পিতৃগৃহসমূহকে; পিতৃগৃহ-শব্দে পিতা-মাতাদিও ধ্বনিত হইতেছে। **বন্ধূন্**—উপনন্দাদি-জ্ঞাতিবন্ধুবর্গকে। **গোপান্**—শ্রীদামাদি-গোপবালকগণকে। **কিঙ্করীণাং**—"আর্য্যপুত্র"-শব্দে ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণপত্নী বলিয়াই ইঙ্গিত করিলেন; তথাপি আবার "কিঙ্করী" বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাদের বিরহ-জনিত দৈন্যই সূচিত হইতেছে। **অগুরু-সুগন্ধ**—অগুরু অপেক্ষাও মনোহর গন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অগুরু-সুগন্ধ হস্ত নিজেদের মস্তকে ধারণের অভিপ্রায়জ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের বলবতী উৎকণ্ঠাই সূচিত হইতেছে।

ব্রজসুন্দরীগণও যে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

৬০-৬১। কেবল যে ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণের দাসী-অভিমান পোষণ করেন, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধিকা—যাঁহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত চিরঋণী বলিয়া নিজে স্বীকার করিয়াছেন—তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥১০

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬২

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৩।৮)—

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুতাপপ্রকারমাহ—হা নাথেতি, হে মহাভুজ! সন্নিধিং দর্শয় যদ্যপি সন্নিধিস্তবানুমীয়তে, অত্রৈবাসি ন ক্বাপি গতোঽপি তথাপি তং দর্শয়েত্যর্থঃ। মহাভুজেতি—ভুজস্পর্শসুখানুভবসূচকম্ অন্তর্দ্ধায় ভুজাভ্যাং পরিরভ্য স্থিত ইতি বোদ্ধব্যং, তচ্চ স্বপ্নলব্ধসুহৃদালিঙ্গনবৎ তৎক্বাসি ভুজস্পর্শ এবানুভূয়তে ন তু ত্বং পশ্চাৎ পুরতঃ পার্শ্বতোবাসীতি নোপলভ্যসে তস্মাৎ সন্তমপি সন্নিধিং দর্শয়েত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব ॥ ১০ ॥

মা মামর্পয়িতুং সম্পাদয়িতুং রাজসু জরাসন্ধাদিষু উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু অজেয়া যে ভটাস্তেষাং শেখরিতাঃ মুকুটবৎ কৃতাঃ অঙ্ঘ্রিরেণবো যেন তেষাং মূর্দ্ধ্নি পদং দধদিত্যর্থঃ। তস্য শ্রীনিকেতস্য চরণো মমার্চ্চনায়াস্তু। স্বামী। ১১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁ সভার—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজগোপীগণের। **পরম-অধিকা**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। **যাঁর দাসী**—যে শ্রীকৃষ্ণের দাসী। **যাঁর প্রেমগুণে**—যে শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে (বা প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা)। **বদ্ধ অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা আবদ্ধ, চিরঋণী।

শ্লো।১০। অন্বয়। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! হা মহাভুজ! ক্ব (কোথায়) অসি (আছ)? ক্ব (কোথায়) অসি (আছ)? সখে! কৃপণায়াঃ (দীনা) দাস্যাঃ (দাসীর—দাসী) মে (আমার—আমাকে) তে (তোমার) সন্নিধিং (সান্নিধ্য) দর্শয় (দর্শন করাও)।

অনুবাদ। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে সখে! তোমার দীনা দাসী আমাকে তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও (তোমার নিকটে লইয়া যাও)। ১০।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কতক্ষণ তাঁহার সহিত বনভ্রমণ করিয়া পরে তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অসহনীয় বিরহ-দুঃখে শ্রীরাধিকা উক্ত শ্লোকানুরূপ কথা বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া। **হা**—খেদসূচক বাক্য। **নাথ**—স্বামী, পালক। **রমণ**—কান্তোচিত সুখপ্রদ। **প্রেষ্ঠ**—প্রিয়তম। **ক্ব অসি**—আমাকে ফেলিয়া তুমি একাকী কোথায় আছ? দুইবার বলাতে ব্যগ্রতা এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে। **মহাভুজ**—বিশাল বাহু যাঁহার। ইহাদ্বারা রসবিশেষের স্মরণে শ্রীরাধার মুগ্ধতা সূচিত হইতেছে। **সখে**—"তোমার সহচরীত্ব দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলে; এখন তুমি কোথায় আছ, তাহাও আমি জানিতে পারি না।" তখনই আবার দৈন্যাতিশয্যবশতঃ বলিলেন—**"দাস্যাস্তে"**—আমি তোমার দাসী মাত্র, সখী হওয়ার যোগ্য নহি; তাহাতেও আবার **কৃপণা**—অতি দীনা, অতি কাতরা; তোমার বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে, কিম্বা এই দুঃখকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে অসমর্থ।

শ্রীমতী রাধিকারও যে দাসী-অভিমান হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬২। ব্রজগোপীদিগের দাসী-অভিমানের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বারকা-মহিষীদের দাসী-অভিমানের কথা বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণমহিষী বলিয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লঘু-পরিকর-পর্য্যায়ভুক্তা। **রুক্মিণ্যাদি**—রুক্মিণী আদি (শ্রেষ্ঠা) যাঁহাদের; রুক্মিণী প্রভৃতি। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো।১১। অন্বয়। মাং (আমাকে) চৈদ্যায় (শিশুপালকে—শিশুপালের হস্তে) অর্পয়িতুং (সমর্পণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাইবার নিমিত্ত) রাজসু (জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ) উদ্যত-কার্ম্মুকেষু (ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে) অজেয়ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রি-রেণুঃ (যাঁহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ)—মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) অজাবিযূথাৎ (ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে) ভাগং ইব (নিজ ভাগের ন্যায়)—[মাং] (আমাকে) নিন্যে (আনয়ন করিয়া-ছিলেন), তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ (তাঁহার শোভার-নিকেতনরূপ চরণ) মম (আমার) অর্চ্চনায় (অর্চ্চনের নিমিত্ত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। শিশুপালের হস্তে আমাকে সমর্পণ করাইবার নিমিত্ত (জরাসন্ধ প্রভৃতি) রাজগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে, যাঁহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল (অর্থাৎ যিনি সেই অজেয় বীরগণের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন), এবং যিনি—ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (হরণ করিয়া লয়) তদ্রূপ, (সেই রাজগণের মধ্য হইতে) আমাকে (হরণ করিয়া দ্বারকায়) আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন-চরণ-সেবা আমার (চিরদিনের জন্য) থাকুক। ১১।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীরুক্মিণী-দেবীর উক্তি।

শ্রীরুক্মিণী-দেবীর পিতা ও ভ্রাতা শিশুপালের নিকটেই তাঁহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; তিনি কিন্তু নিজে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন এবং যথাসময়ে আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা জানান। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন শ্রীরুক্মিণী-দেবীকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জরাসন্ধাদি রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রুক্মিণীকে কৃষ্ণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণী-দেবীকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এই শ্লোকে, এই বিবরণের ইঙ্গিত করিয়া শ্রীরুক্মিণী-দেবী নিজের সৌভাগ্য ও দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

চৈদ্যায়—চৈদ্যপতি শিশুপালের হস্তে। **উদ্যতকার্ম্মুকেষু**—উদ্যত (উত্থিত) হইয়াছে কার্ম্মুক (ধনু) যাঁহাদের, তাঁহাদিগকে উদ্যতকার্ম্মুক বলে; জরাসন্ধাদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থে ধনুর্ব্বাণ উত্থিত করিলে। **অজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ**—অজেয় (জয়ের অযোগ্য) যে সমস্ত ভট (বীর), তাঁহাদের শেখরিত (মুকুটতুল্য কৃত) অঙ্ঘ্রিরেণু (চরণধূলা) যদ্দ্বারা; অপরের পক্ষে অজেয় জরাসন্ধাদি যে সমস্ত বীরগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার পদরজঃ যেন মুকুটের ন্যায় তাঁহাদের মস্তকে শোভা পাইতেছিল। **নিন্যে**—লইয়া গেলেন, দ্বারকায়। জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সূচিত হইতেছে, লজ্জাবশতঃ রুক্মিণী নিজমুখে তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন না। জরাসন্ধাদির মধ্য হইতে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিলেন? তাহা বলিতেছেন। **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ, সিংহ। **অজাবিযূথাৎ**—অজ (ছাগ) এবং অবি (মেষ) গণের যূথ (দল) হইতে। **ভাগম্ ইব**—স্বীয় ভাগের ন্যায়। একপাল ছাগ এবং মেষের ভিতর হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (নিজের ভোগ্য ছাগ বা মেষকে) অনায়াসে লইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও জরাসন্ধাদি রাজগণের ভিতর হইতে আমাকে (রুক্মিণীকে) লইয়া গেলেন। জরাসন্ধাদি রাজগণের সহিত ছাগ ও মেষের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সিংহের তুলনা দেওয়ায় জরাসন্ধাদি—উদ্যতকার্ম্মুক এবং অন্যের পক্ষে অজেয় হইলেও যে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। **তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ**—শ্রীর (শোভার) নিকেতন (অবাসস্থল) রূপ চরণ; শোভার আবাসস্থল শ্রীকৃষ্ণের চরণ। অথবা, শ্রীনিকেতন (পদ্ম) তুল্য চরণ; চরণপদ্ম। **অর্চ্চনায়**—অর্চ্চনার নিমিত্ত। শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমার অর্চ্চনার জন্য হউক; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীদেবীর দাস্যভাব সূচিত হইতেছে।

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্‌গৃহমার্জ্জনী ॥১২

তত্রৈব (১০।৮৩।৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সখ্যা অর্জ্জুনেন। তস্য গৃহমার্জ্জনী গৃহসংমার্জ্জনকর্ত্রী ॥ স্বামী ॥ সখ্যা সহোপেত্য নম্নু তপশ্চরণাদিনা ত্বমেব তস্য যোগ্যা ভার্য্যা, নেত্যাহ তস্য গৃহমার্জ্জনী নীচদাসী, ন চ পত্নীত্বযোগ্যেত্যর্থঃ ॥ শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১২ ॥

ইমাঃ অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদাসিকা বভূবিম স্বামী ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১২। অন্বয়। স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বীয় পাদস্পর্শের আশায়) মাং (আমাকে) তপশ্চরন্তীং (তপস্যাচারিণী) আজ্ঞায় (জানিতে পারিয়া) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) সখ্যা (সখা-অর্জ্জুনের সহিত) উপেত্য (আমার নিকটে আসিয়া), [মম] (আমার) পাণিং অগ্রহীৎ (পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন), অহং (আমি) তদ্‌গৃহমার্জ্জনী (তাঁহার—সেই শ্রীকৃষ্ণের—গৃহমার্জ্জনকারিণী)।

অনুবাদ। যে শ্রীকৃষ্ণ—আমাকে তাঁহার চরণস্পর্শের আশায় তপস্যাচারিণী জানিতে পারিয়া তাঁহার সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার নিকটে আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনকারিণী মাত্র (কিন্তু তাঁহার পত্নী হওয়ার যোগ্য নহি)। ১২।

এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীকালিন্দীদেবীর উক্তি। ইনি সূর্য্যতনয়া এবং যমুনার অধিষ্ঠাত্রীদেবী; শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত ইনি তপস্যা করিতেছিলেন; সূর্য্যদেব যমুনা-জলমধ্যে তাঁহার এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। একদা অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়ায় বাহির হইয়া যে স্থানে কালিন্দীদেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে দেখিয়া সখা-অর্জ্জুনকে তাঁহার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অর্জ্জুন কালিন্দীর মুখে সমস্ত জানিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে যাইয়া কালিন্দীকে প্রথমতঃ হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন, পরে দ্বারকায় আনিয়া তাঁহাকে যথাবিধি বিবাহ করেন (শ্রীভাঃ ১০।৫৮ অঃ)।

স্বপাদ-স্পর্শনাশয়া—শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় চরণস্পর্শের আশায়; শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার আশায়।

তদ্‌গৃহমার্জ্জনী—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) গৃহমার্জ্জনকারিণী কিঙ্করী মাত্র। শ্রীকালিন্দীদেবী দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের গৃহ-সংস্কারকারিণী দাসীমাত্র, তাঁহার পত্নী হওয়ার যোগ্যতা তো তাঁহার নাই-ই, পরন্তু গৃহ-মার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও সেবার যোগ্যতাও তাঁহার নাই।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ইমাঃ (এই) বয়ং (আমরা) বৈ সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সমস্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া) তপসা চ (এবং পতিসেবারূপ তপস্যা-দ্বারা) আত্মারামস্য (আত্মারাম) তস্য (সেই শ্রীকৃষ্ণের) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ (গৃহদাসী) বভূবিম (হইয়াছি)।

অনুবাদ। এই আমারা সকলে (ধন-পুত্রাদি) সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ দ্বারা এবং (পতির দাসীত্বরূপ) তপস্যাদ্বারা আত্মারাম সেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি। ১৩।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর উক্তি। তিনি দ্রৌপদীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়োজেষ্ঠা শ্রীরুক্মিণী-আদির সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্তই কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই শ্লোকে—তাঁহারা আটজনেই যে শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—তাহা প্রকাশ করিলেন।

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময় ॥ ৬৩

তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাসভাব বিনু আছে কোন্ জনা ? ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কল্পক্ষয়ে সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকাপরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন ব্রজবাসীরাও সেখানে গিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদিও গিয়াছিলেন, দ্রৌপদীদেবীও গিয়াছিলেন। একসময়ে দ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণমহিষী-দিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে তাঁহাদের প্রত্যেককে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণমহিষীগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের চিত্তে কৃষ্ণদাসী-অভিমানই যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকের উক্তিতে তাহাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

ইমা বয়ং—এই আমরা সকলেই; রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্যা, মিত্রবিন্দা ও লক্ষ্মণা স্বয়ং—এই আটজন শ্রীকৃষ্ণমহিষীকেই "ইমা" শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। **সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা**—সর্ব্ব (ধন-পুত্রাদি সমস্ত)-বিষয়ে সঙ্গ (আসক্তি) হইতে নিবৃত্তি দ্বারা; সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া। তাঁহারা অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তপসা—তপস্যাদ্বারা; শ্রীকৃষ্ণের (পতির) দাসীত্বই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম, ইহাই তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য তপস্যা।

আত্মারামস্য—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের। "শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম—আনন্দপূর্ণ বলিয়া আপনিই আপনাতে ক্রীড়াশীল, আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত; তাঁহার আনন্দ বা সুখের নিমিত্ত বাহিরের কাহারও আনুকূল্যের প্রয়োজন হয়না; তথাপি যে তিনি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহা কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার করুণামাত্র।" ইহা শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর দৈন্যোক্তিমাত্র; শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূতা—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না; তাই তিনি পূর্ণ হইয়াও তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন—ইহাতে তাঁহার আত্মারামতার হানি হয়না। **গৃহদাসিকা**—(দাসী-শব্দের উত্তর অল্পার্থে ক প্রত্যয়); গৃহসম্মার্জ্জনাদিকারিণী নীচ দাসী মাত্র; পরন্তু তাঁহার পত্নী হওয়ার অযোগ্য।

৬২ পয়ারে "রুক্মিণ্যাদি"-শব্দে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী মনে করেন; ইহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন—শ্রীরুক্মিণীদেবী, শ্রীকালিন্দীদেবী, শ্রীলক্ষ্মণাদেবী এবং শ্রীলক্ষ্মণার মুখোক্ত বাক্যে অষ্ট প্রধানা মহিষী সকলেই তদ্রূপ অভিমান পোষণ করিতেন।

৬৩-৬৪। ৫১-৬১ পয়ারে ব্রজপরিকরদের এবং ৬২ পয়ারে দ্বারকা-পরিকরভুক্ত মহিষীদের দাস্যভাব দেখাইয়া এক্ষণে—যিনি ব্রজপরিকরও বটেন, দ্বারকা-পরিকরও বটেন, সেই—শ্রীবলদেবের দাস্যভাবের কথা বলিতেছেন। শ্রীরুক্মিণী-আদি মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বলিয়া এবং পতিসেবাই পত্নীর একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্বের অভিমান অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু শ্রীবলদেব—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়াই যাঁহার অভিমান এবং যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সংমিশ্রণও নাই, শুদ্ধ-বাৎসল্য এবং শুদ্ধ-সখ্যভাবেই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, সেই শ্রীবলদেবও—যখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করেন, তখন যাঁহাদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়, তাঁহারা যে নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শুদ্ধসখ্য—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন সখ্য; বিশ্রম্ভময় সমান-সমান-ভাব। **বাৎসল্যাদিময়**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বাৎসল্যময়। ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের যেরূপ বাৎসল্য থাকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও বলদেবের সেইরূপ বাৎসল্য, স্নেহ; আবার সময় সময় তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ তাঁহার ভাব বাৎসল্য-মিশ্রিত শুদ্ধসখ্য। **দাস-ভাবনা**—শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে মনে করা। শ্রীবলদেবের দাস্যভাবের প্রমাণ শ্রী, ভা,

সহস্রবদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব অবতংস ॥৬৬
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ ॥
নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস ॥৬৭
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর ।
কৃষ্ণগুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৬৮
পিতা মাতা-গুরু-সখা ভাব কেনে নয় ।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাবে সে করয় ॥৬৯
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর ।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥ ৭০
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর ।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১০।১৩।৩৭।-শ্লোকে "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া"—এই বাক্যে "ভর্ত্তুঃ"-শব্দে দৃষ্ট হয়; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় "ভর্ত্তা—প্রভু" বলিয়া—নিজে যে তাঁহার দাস, তাহাই সূচিত করিয়াছেন। ১।৫।১১৮-১২০ পয়ারের টীকাদি দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণদাস-ভাববিনু** ইত্যাদি—এমন কেহ নাই, যাহার কৃষ্ণদাস-অভিমান নাই। এই বাক্যের দিগ্‌দর্শন-উদাহরণ ৬৫-৬৮ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

৬৫। অনন্তদেবের কৃষ্ণদাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন। ১।৫।১০০-১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য। **দশদেহ**—ছত্র, পাতুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও মস্তকে-পৃথিবীধারী শেষ; এই দশরূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ১।৫।১০৬-১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৬। গুণাবতার-রুদ্রদেবের (বা শিবের) কৃষ্ণদাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন। **রুদ্র**—একাদশ রুদ্র, শিব। **সদাশিব**—ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি; পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইঁহার নিত্যস্থিতি; ইনি নির্গুণ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রুদ্র আছেন; ইঁহারা প্রত্যেকেই সদাশিবের অংশ, প্রত্যেকেই সগুণ। সদাশিবের যে অংশ তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া গুণাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেই রুদ্র বা শিব বলে; রুদ্র বা শিব জগতের সংহারকর্ত্তা। "তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা। ** সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। ভাগবতামৃতকণা ।৬।"

৬৭-৬৮। শিব যে শ্রীকৃষ্ণদাস্য কামনা করেন—শ্রীকৃষ্ণের ভজন কামনা করেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। "ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্। ৫।১৭।১৮॥ সঙ্কর্ষণস্তবে শ্রীশিব বলিতেছেন—"হে ভজনীয়! আমি তোমার ভজন করি; তোমার পাদপদ্ম সমস্তের আশ্রয়, তুমি ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যেরও আশ্রয়।" **দিগম্বর**—শিব; অথবা উলঙ্গ; শ্রীশিব কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়া পড়েন। ১।৬।৪৩। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পিতা-অভিমান (যেমন শ্রীনন্দ-মহারাজে), মাতা-অভিমান (যেমন শ্রীযশোদা মাতায়), গুরু-অভিমান (যেমন শ্রীউপনন্দাদিতে), সখা-অভিমান (যেমন শ্রীসুবলাদিতে)—যে কোন অভিমান-জনিত ভাবই থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে, শ্রীকৃষ্ণদাস্যের ভাব—সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা—চিত্তে জাগিবেই।

"কৃষ্ণপ্রেমের" ইত্যাদি ৪৯ পয়ারোক্ত বাক্যের উপসংহার করা হইল, এই পয়ারে।

৭০। সকলের চিত্তেই কৃষ্ণদাস্যভাব জন্মে কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। কৃষ্ণই জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর; তিনিই একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক; সেবক হইলেও সেবার বৈচিত্রীনির্ব্বাহার্থে কেহ পিতা, কেহ মাতা ইত্যাদি ভাব পোষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করিয়া থাকেন। সকলে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়াই, যিনি যে অভিমানই মনে পোষণ করেন না কেন, সকলের চিত্তেই দাস্যভাব প্রবল।

৭১। যেই কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, সকলের সেব্য, সেই কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কাজেই শ্রীচৈতন্য-রূপেও তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বসেব্য—আর সকলেই তাঁহার সেবক।

কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭২। পিতাকে যিনি পিতা বলিয়া মানেন, তাঁহারই ন্যায়—যিনি পিতাকে পিতা বলিয়া মানেননা, তাঁহার পিতাও যেমন তাঁহার পিতাই থাকেন, তিনি পিতা বলিয়া মানেননা বলিয়া যেমন পিতা তাঁহার পক্ষে পিতা ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যাননা এবং হইতে পারেনওনা, এবং তিনি নিজেও যেমন তাঁহার পিতার পুত্রই থাকেন; তিনি নিজে তাহা স্বীকার না করিলেও যেমন তিনি তাঁহার পিতার পুত্র ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যাননা—হইতে পারেনওনা—জন্মদাতার জনকত্ব এবং পুত্রের জন্যত্ব যেমন কিছুতেই লোপ পাইতে পারেনা—তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য) স্বরূপতঃ সর্ব্বসেব্য বলিয়া এবং সকলে স্বরূপতঃ তাঁহার সেবক বলিয়া—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে (বা শ্রীচৈতন্যকে) সেব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীচৈতন্যের) দাস এবং শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য) তাঁহারও প্রভু; সেব্য-সেবকত্বের সম্বন্ধের অস্বীকারে সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারেনা—কারণ, ইহা স্বরূপানুবন্ধি সম্বন্ধ। যিনি মানেন, তাঁহার প্রভুও যেমন শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য), যিনি মানেন না, তাঁর প্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য)। কিন্তু যিনি মানেন না, তাঁহার অপরাধ হয়, সেই অপরাধে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়, অধঃপতন হয়, তাঁহার সংসার-নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। "যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। শ্রীভা ১১।৫।৩॥—যে ব্যক্তি স্বীয় জন্মমূল ঈশ্বরকে ভজন করেনা কি অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। সংসার-নিবৃত্তি না হওয়াই অধঃপতন (চক্রবর্ত্তী)।"

যাঁহারা বলেন—ঈশ্বর মানেননা, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারাও বাস্তবিক ঈশ্বর মানেন; তবে মানেন যে—একথাটী তাঁহারা জানেন না। অন্যান্যের ন্যায় তাঁহারাও বাঁচিয়া থাকিতে, চিরকালের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে—কেবলমাত্র দেহটীর অস্তিত্ব নয়, সজীব দেহের, চেতন দেহের চির-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে তাঁহারাও—ইচ্ছা করেন; তাহাও আবার যেন-তেন প্রকারেণ নহে—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত। অন্যান্যের ন্যায় তাঁহারাও সুন্দরের উপাসক, মঙ্গলের উপাসক, প্রীতির উপাসক—তাঁহারাও সুন্দর জিনিষ ভালবাসেন, নিজের এবং অপরেরও মঙ্গল কামনা করেন, অপরকে ভালবাসিতে চাহেন এবং অপরের ভালবাসা পাইতেও চাহেন। চিরকালের জন্য সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা—নিত্য অস্তিত্ব বা নিত্য-সত্ত্বা, নিত্য চেতন বা চিৎ এবং নিত্য আনন্দ লাভের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু এই নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ এবং নিত্য আনন্দ সেই স্বচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে ব্যতীত আর কোথাও নাই। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের বাসনাদ্বারা ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন—তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেছেন। আবার সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও প্রীতি সম্বন্ধিনী বাসনাদ্বারাও সেই ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বও মানিয়া লইতেছেন; কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই পরম-সুন্দর, ঈশ্বরই পরম-মঙ্গলের নিধান, তিনিই "সত্যং শিবং (মঙ্গলং) সুন্দরম্", তিনিই প্রেমময় বিগ্রহ। যদি কেহ বলেন—"আমার মাতা বন্ধ্যা, তাহা হইলে তাঁহার উক্তিদ্বারাই যেমন তাঁহার মাতার বন্ধ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হয় এবং তিনি যে বন্ধ্যা-শব্দের অর্থ জানেন না তাহাও প্রতিপাদিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা বলেন—"আমরা ঈশ্বর মানিনা", তাঁহাদের ব্যবহারই তাঁহাদের উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে; তবে তাঁহাদের উক্তি যে মিথ্যা, সেই কথাটীই তাঁহারা জানেন না।

জীবের এ সমস্ত চাওয়া, বাস্তবিক জীবস্বরূপেরই চাওয়া—ঈশ্বরকে চাওয়া। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবে এই জীবস্বরূপ—শুদ্ধজীব—দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ; দেহপিঞ্জর ব্যতীত আর কিছুই সে জানেনা। তাই মনে করে—এই সকল চাওয়া, দেহেরই চাওয়া; দেহ কিন্তু প্রাকৃত জড়বস্তু, তাই জড়বস্তু ব্যতীত অপর কিছুতেই দেহের তৃপ্তিসাধিত হইতে পারে না। তাই আমাদের ন্যায় দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীব প্রাকৃত জড়বস্তু দিয়াই দেহের চাওয়া মিটাইতে চায়, প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। কিন্তু এ সব পাইয়াও দেহের ক্ষুধা মিটে না; কারণ, ক্ষুধাটা তো বাস্তবিক দেহের নয়; ক্ষুধাটা হইতেছে জীবস্বরূপের, সেই ক্ষুধাও আবার প্রাকৃত রূপ-রসাদির জন্য নহে; এই ক্ষুধা

চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥৭৩
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির ॥ ৭৪
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৭৫
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥৭৬
তাঁর অবতার এক—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৭৭
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৮
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতেছে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের জন্য। যে পর্য্যন্ত এ কথাটা আমরা উপলব্ধি করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের চাওয়া ঘুচিবে না—অর্থাৎ চাহিদা মিটাইবার জন্য ছুটাছুটি ঘুচিবে না। মধুলুব্ধ ভ্রমর মধুহীন ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে; কিন্তু যে ফুলে মধু আছে, সেই ফুলটী যে পর্য্যন্ত না পায়, সে পর্য্যন্ত তাহার ছুটাছুটি মাত্রই সার হয়। আমাদের ছুটাছুটিও ঘুচিবে তখন—যখন আমরা মধুর সন্ধান, যাহার জন্য আমাদের চাওয়া, বাসনা, সেই বস্তুর বা ভগবানের সন্ধান পাইব। তজ্জন্য প্রয়োজন সাধনের। সাধনহীন "মুখে-মানার" বা "বিচারবুদ্ধি-প্রসূত-মানার" কোনও মূল্য নাই। বিচারদ্বারা যদি আমি বুঝিতে পারি যে সন্দেশ মিষ্ট, তাহাতেই সন্দেশের মিষ্টত্ব আমার আস্বাদিত হইবে না, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছাও তৃপ্তিলাভ করিবে না।

৭৩। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন—"সকলেই যেমন শ্রীচৈতন্যের দাস, আমিও তাঁহারই দাস।" দৈন্যের সহিত আরও বলিতেছেন—"আমি শ্রীচৈতন্যের দাস, তাঁহার দাসের দাস।" দৃঢ়তা জ্ঞাপনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উক্তি।

দাসের দাস—শ্রীচৈতন্যের দাস শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহার অংশ (সুতরাং সেবক) শ্রীসঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণের অংশ (সুতরাং সেবক) শ্রীমহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণুর অবতার হইলেন শ্রীঅদ্বৈত; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসই হইলেন। ৪৮—৭৩ পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি।

৭৪। এই পয়ার হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **এতবলি**—"চৈতন্যের দাস মুঞি"-ইত্যাদি বলিয়া। **গায়**—নাম-লীলাদি গান করেন। **হুঙ্কার গভীর**—গম্ভীর হুঙ্কার করেন, প্রেমাবেগে। **বসিলাচার্য্য**—আচার্য্য (অদ্বৈত) বসিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি সুস্থির হইয়া বসিলেন—প্রেমের আবেগ একটু প্রশমিত হইলে।

৭৫। শ্রীঅদ্বৈতের দাসাভিমানের হেতু বলিতেছেন। মূল ভক্ত-অভিমান বিরাজ করে শ্রীবলরামে; অংশীর গুণ অংশে থাকে বলিয়া শ্রীবলরামস্থিত ভক্ত-অভিমান তাঁহার অংশাংশাদিতেও বিরাজিত; শ্রীঅদ্বৈত বলরামের অংশাংশ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতেও ভক্তাভিমান বা দাসাভিমান বিরাজিত।

ভক্ত-অভিমান মূল—আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বা দাস, এইরূপ মূল-অভিমান বা আদি-অভিমান।

অথবা, মূল শ্রীবলরামে ভক্ত-অভিমান—সকলের মূল যে শ্রীবলরাম, তাঁহাতে ভক্ত-অভিমান। **সেইভাবে**—ভক্তভাবে। "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ-শ্রীভা, ১০।১৩।৩৭ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকই বলরামের ভক্ত-অভিমানের প্রমাণ।

৭৬-৭৯। শ্রীবলরামের অংশ কে কে এবং তাঁহাদের ভাবই বা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামের এক অবতার-রূপ অংশ; তাঁর আর এক অবতাররূপ অংশ হইলেন শ্রীলক্ষ্মণ। সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ অংশ হইলেন কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ এবং শ্রীঅদ্বৈত হইলেন কারণার্ণবশায়ীর আবির্ভাববিশেষ; ইঁহারা সকলেই শ্রীবলরামের অংশাংশাদি বলিয়া বলরামের ভক্তাভিমান ইঁহাদিগের মধ্যেও আছে।

এই ভক্তাভিমানবশতঃ শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে ভক্তিকার্য্য করিয়া থাকেন।

বাক্যে কহে—'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর ॥৮০
জল তুলসী দিয়ে করে কায়েতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৮১
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮২
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সভায় ভক্তির আচার ॥ ৮৩
এ সভাকে শাস্ত্রে কহে—'ভক্ত-অবতার'।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সভার ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০-৮১। শ্রীঅদ্বৈতের কায়মনোবাক্যে সেবার বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। তিনি মুখে বলেন—"আমি শ্রীচৈতন্যের অনুচর বা দাস।"—ইহা হইল তাঁহার বাচনিক (বাক্যে) ভক্তি। তিনি সর্ব্বদা মনে ভাবেন "আমি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বা দাস।"—ইহা হইল মানসিক (মনের) ভক্তি। আর শরীরের সাহায্যে তিনি জল-তুলসী-আদি সেবার উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ইহা কায়িক-ভক্তি। আবার ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার করিয়া তিনি সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিয়াছেন—এই এক ভক্তি-প্রচারকার্য্যেই দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটীরই প্রয়োজন হয়।

৮২। শ্রীসঙ্কর্ষণাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তদ্রূপ ধরণীধর-শেষও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত; তিনিও শ্রীবলদেবের অংশ-কলা বলিয়া তাঁহাতেও ভক্তাভিমান আছে। কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন? তিনি মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষারূপ সেবা করেন এবং ছত্র-চামরাদি নানা রূপে আত্মপ্রকট (কায়ব্যূহ) করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা করিয়া থাকেন। **শেষসঙ্কর্ষণ**—শেষরূপী সঙ্কর্ষণ ॥ **কায়ব্যূহ**—বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকট; ১।১।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **এই সব**—শ্রীবলদেব হইতে শেষ-সঙ্কর্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই। **শ্রীকৃষ্ণের অবতার**—শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাদি; জগতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইঁহাদিগকে অবতার বলা হইয়াছে। ১।৫।৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের সকলের আচরণই ভক্তির অনুকূল, সকলের আচরণই ভক্তের আচরণের ন্যায়।

এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিতেছেন।

৮৪। স্বরূপে তাঁহারা অবতার এবং আচরণে তাঁহারা ভক্ত; এজন্য তাঁহাদিগকে "ভক্ত অবতার" বা "ভক্তরূপে অবতার" বলা হয়।

শ্রীবলদেবাদি অবতার-সকল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া স্বরূপে তাঁহারাও কৃষ্ণতুল্য (অবশ্য শক্তি-বিকাশাদিতে পার্থক্য আছে); এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে ভক্ত বলিলে তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"ভক্ত-অবতার-পদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ভক্তাবতারের মাহাত্ম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাদিগকে ভক্তাবতার বলাতে তাঁহাদের লঘুত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সভার—একথার তাৎপর্য্য কি? সভার উপরে বলায় কি স্বয়ং কৃষ্ণেরও উপরে বুঝাইতেছে? তাহাই যদি হয়, তবে কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের এই উৎকর্ষ? স্বরূপে উৎকর্ষ নাই, যেহেতু স্বরূপে সকলেই নিত্য শাশ্বত, সকলেই সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু। শক্তিতেও ভগবৎ-স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে নহেন; যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ কৃষ্ণ অপেক্ষা কম। তবে কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের উৎকর্ষ? ভক্ত-অবতার-শব্দের ধ্বনিতে বুঝা যায়—ভক্তির ব্যাপারে, শ্রীকৃষ্ণসেবার ব্যাপারেই তাঁহাদের উৎকর্ষ। ভক্তির বিকাশ শ্রীকৃষ্ণে নাই, তিনি ভক্তির বিষয় মাত্র, আশ্রয় নহেন। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং তাঁহাদের নিত্য পরিকরদের মধ্যে ভক্তির বিকাশ আছে; সুতরাং কৃষ্ণভক্ত-অভিমান-জনিত আনন্দসিন্ধুর সঙ্গেও তাঁহাদেরই পরিচয় আছে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকর্ষ। বস্তুতঃ, ভক্তভাবে স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ রূপে এবং বিভিন্ন পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। আবার ভক্তদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেও সর্ব্বদা যত্নপর দেখা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণ। সুতরাং ভক্তভাবাপন্ন অবতারগণের আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। পরবর্ত্তী ১।৬।১৪ শ্লোক এবং ১।৬।৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৮৫
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৮৬
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥ ৮৭
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে ॥ ৮৮

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অত্রাত্মযোনিত্বেন পুত্রত্বম্। শঙ্করত্বেন সুখকরত্ব-সূচনয়া সাহচর্য্যম্। সঙ্কর্ষণত্বেন গর্ভসঙ্কর্ষণসূচনয়া ভ্রাতৃত্বম্। শ্রীত্বেনাশ্রয়বিশেষ-সূচনয়া ভার্য্যাত্বং ব্যজ্যতে আত্মা শ্রীমূর্ত্তিরপি। ততশ্চ পুত্রত্বাদিনা ন তে প্রিয়তমাঃ কিন্তু ভক্ত্যৈব। অতো ভক্ত্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্ প্রিয়তমঃ তথা ন তে ইত্যর্থঃ। ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনম্ ॥ শ্রীজীব ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়; নচেৎ "অতএব" শব্দের সার্থকতা থাকে না।

অতএব—এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া। **অংশী** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী এবং তাঁহার অবতার সমূহ হইলেন তাঁহার অংশ। **অংশী অংশে** ইত্যাদি—অংশী হইলেন জ্যেষ্ঠ এবং অংশ হইলেন কনিষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যে আচরণও এই সম্বন্ধেরই অনুরূপ। পরবর্ত্তী পয়ারে এই আচরণের বিশদ বিবরণ দিতেছেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম-পয়ারার্দ্ধস্থলে "এক অংশী কৃষ্ণ, সর্ব্ব অংশ তার।"—এইরূপ পাঠান্তর আছে; ইহার অর্থ এইরূপ;—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের অংশী বা মূল এবং শ্রীবলরামাদি সকলেই তাঁহার অংশ। অর্থের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও এই পাঠান্তরই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। "অতএব অংশী" ইত্যাদি পাঠে "অতএব" শব্দ থাকাতে মধ্যবর্ত্তী একটি পয়ারকে ডিঙ্গাইয়া ৮৩ পয়ারের সহিত অন্বয় করিতে হয়; কিন্তু এইভাবের অন্বয় শিষ্টাচার-সম্মত নহে।

৮৬। পূর্ব্বপয়ারোক্ত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচারের বিবরণ দিতেছেন। অংশী জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি অংশ-কনিষ্ঠের প্রভু-জ্ঞান হয়—অংশ অংশীকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া নিজেকে অংশীর ভক্ত বা দাস বলিয়া মনে করেন। কনিষ্ঠত্বই ভক্তাভিমানের হেতু, ইহাই ৮৫।৮৬ পয়ারের তাৎপর্য্য।

৮৭-৮৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভক্ত-অবতার-পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই দুই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। কৃষ্ণের সমতা বা তুল্যতা অপেক্ষা কৃষ্ণের ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ।

আত্মা—শ্রীমূর্ত্তি, স্বীয় বিগ্রহ বা দেহ। **আত্মা হৈতে** প্রেমাস্পদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ (শরীর) অপেক্ষা (অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা) তাঁহার ভক্তকে অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে করেন; **প্রেমাস্পদ**—প্রীতির বস্তু। **আত্মা হৈতে** ইত্যাদি—তিনি আপনা-অপেক্ষা তাঁহার ভক্তকেই বড় বলিয়া মনে করেন। **তাহাতে**—এই বিষয়ে; শ্রীকৃষ্ণ যে আপনা-অপেক্ষা ভক্তকেই বড় এবং বেশী প্রীত্যাস্পদ বলিয়া মনে করেন, সেই বিষয়ে।

অন্বয়। ১৪। ভবান্ (তুমি) যথা (যেরূপ) [প্রিয়তমঃ] (প্রিয়তম) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) মে (আমার) ন তথা প্রিয়তমঃ (সেইরূপ প্রিয়তম নহেন), ন শঙ্করঃ (শঙ্করও নহেন) ন চ সঙ্কর্ষণঃ (সঙ্কর্ষণও নহেন) ন শ্রীঃ (লক্ষ্মীও নহেন), ন এব আত্মাচ (এমন কি আমি নিজেও নহি)।

অনুবাদ। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার সেরূপ প্রিয়তম নহেন, শঙ্করও সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, সঙ্কর্ষণও নহেন, লক্ষ্মীও নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহি।" ১৪।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ৮৯

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপ—গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম; সুতরাং ব্রহ্মা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রস্থানীয়; শ্রীশঙ্কর হইলেন তাঁহার এক স্বরূপ; আর শ্রীলক্ষ্মী হইলেন তাঁহার কান্তা; কিন্তু তথাপি ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও তত প্রিয় নহেন, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও তত প্রিয় নহেন, এমন কি শ্রীলক্ষ্মী-দেবী কান্তা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের তত প্রিয় নহেন—ভক্ত উদ্ধব যত তাঁর প্রিয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তত্বই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার একমাত্র হেতু, অন্য কোনও সম্বন্ধ তাঁহার প্রিয় হওয়ার পক্ষে হেতু হইতে পারে না। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বটেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া প্রিয় নহেন, ভক্ত বলিয়া প্রিয়; ব্রহ্মার চিত্তে ভক্তি যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ততটুকুই প্রিয়। শঙ্কর এবং লক্ষ্মী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; লক্ষ্মীও তাঁহার প্রিয়; কিন্তু ভার্য্যা বলিয়া প্রিয় নহেন, তাঁহাতে প্রেমবতী বলিয়া প্রিয়; বস্তুতঃ তাঁহাতে প্রেমবতী বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমেরই অনুগত। ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং লক্ষ্মীর ভক্তি অপেক্ষা উদ্ধবের ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধবই ইহাদের মধ্যে প্রিয়তম। "অতো ভক্ত্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্ প্রিয়তমঃ, তথা ন তে ইত্যর্থঃ (ক্রমসন্দর্ভঃ)। সর্ব্বভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপি গোপ্যঃ (চক্রবর্ত্তী)।" কেবল ব্রহ্মা, শঙ্কর বা লক্ষ্মী নহেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের শ্রীবিগ্রহও (দেহও) তাঁহার নিকটে তত প্রিয় নহেন—শ্রীউদ্ধব যত প্রিয়; ইহার হেতু—শ্রীউদ্ধবের ভক্তি। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥" শ্রুতি॥

শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বলিয়া স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য; এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সেই শঙ্কর অপেক্ষাও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭ পয়ারোক্ত "কৃষ্ণের সমতা হৈতে" ইত্যাদি অংশের প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা (শ্রীবিগ্রহ) হইতেও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭।৮৮ পয়ারোক্ত "আত্মা হৈতে" ইত্যাদি অংশের প্রমাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭।৮৮ পয়ারের প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় এই শ্লোকের "প্রিয়তম"-শব্দ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত পয়ারদ্বয়ে "বড়"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের "প্রিয়ত্বাংশে বড়ই" সূচিত হইতেছে। ভক্ত কোন্ বিষয়ে বড়? না—প্রিয়ত্ব-বিষয়ে—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।

৮৯-৯০। পুত্রাদি-সম্বন্ধ অপেক্ষা কিম্বা কৃষ্ণসাম্য অপেক্ষা ভক্ত কেন প্রিয়ত্বাংশে বড় হয়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁর যত বেশী, প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত বড়—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহাই বিজ্ঞজনের অনুভবলব্ধ সত্য। আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতুও হইতেছে প্রেম বা ভক্তি—পুত্রাদি সম্বন্ধ অথবা কৃষ্ণসাম্য নহে (১।৪।১২৫; ১।৪।৪৪); সুতরাং এই প্রেম বা ভক্তি যাঁহার মধ্যে যত বেশী, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে তিনিই তত বেশী সমর্থ, সুতরাং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেশী প্রিয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁহার যত বেশী, আস্বাদক-হিসাবে তিনি তত বড় হইতে পারেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও বেশী প্রিয় হইবেন কেন? প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত শ্রেষ্ঠ হইবেন কেন? ইহার উত্তর হইতেছে এই—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রসিক-শেখর; তিনি রস-আস্বাদনে পটু এবং রস-আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িতও; এই রস-আস্বাদন-বিষয়ে যিনি তাঁহাকে যত বেশী সহায়তা করিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত বেশী প্রিয় হইবেন। তিনি আস্বাদন করেন—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস; সুতরাং যাঁহার মধ্যে প্রেমের বা ভক্তির বিকাশ যত বেশী, তিনিই তাঁহার আস্বাদনের বস্তু বেশী যোগাইতে পারিবেন, রস-আস্বাদন-বিষয়ে তাঁহার তত বেশী-সহায়তা তিনিই করিতে পারিবেন; তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেশী প্রিয় হইবেন। এইরূপে, যিনি ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদক-হিসাবেও তিনি বড়, আবার শ্রীকৃষ্ণ-কৃত-রস-আস্বাদন-বিষয়ে সহায়ক-হিসাবেও—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের

ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ৯১
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ৯২॥
অন্যের আছুক কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ ৯৩
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥ ৯৪
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রিয়ত্বাংশেও—তিনি বড়। কেবল সম্বন্ধ বা কেবল কৃষ্ণসাম্য রস-আস্বাদন-বিষয়ে কৃষ্ণের সহায়তা করিতে পারে না—কারণ, সম্বন্ধ বা সাম্য প্রেমবিকাশের হেতু নহে। শ্রীনন্দ-যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী এবং বসুদেব-দেবকীও তাঁহার জনক-জননী—শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দ-যশোদার এবং বসুদেব-দেবকীর তুল্য সম্বন্ধ; তথাপি কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য প্রিয় নহেন—নন্দ-যশোদা যত প্রিয়, বসুদেব-দেবকী তত প্রিয় নহেন; ইহার প্রমাণ এই যে—বসুদেব-দেবকীর নিকটে থাকিয়াও নন্দ-যশোদার বিরহবেদনা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিত (প্রকট-লীলায়); কিন্তু ব্রজে নন্দ-যশোদার নিকটে অবস্থানকালে বসুদেব-দেবকীর বিরহে তিনি পীড়িত হইতেন না। ইহার হেতু এই যে, নন্দ-যশোদায় বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রেমের বিকাশ অনেক বেশী; তাই তাঁহারা বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রিয়ত্বাংশে বড়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভক্ত-চিত্তে প্রেমের তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়া পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রস-আস্বাদনে সহায়তা করে বটে—কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে ভক্তের ন্যায় সহায়তা করে না; এমন কি, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ স্বীয় মাধুর্য্যও শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইতে পারে না—যদি ভক্ত স্বীয় প্রেম বা ভাব দিয়া আনুকূল্য না করেন। ইহার প্রমাণ এই যে—শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার পূর্ব্বে শত চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এ সমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ (আত্মা) অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে ভক্তই বড়।

আর, ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ (আত্মা) অপেক্ষাই বড়—আপনা অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে বড়, তখন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান মাত্র—কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন—তাঁহাদের অপেক্ষা যে ভক্ত প্রিয়ত্বাংশে বড় হইবেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদন। **বিজ্ঞের অনুভব**—মাধুর্য্য-আস্বাদন-বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অনুভবলব্ধ সত্য। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহা অনুভব করেন, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া যায়েন, তাহা অভ্রান্ত সত্য। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ভক্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে, অন্য কোনও ভাবে তাহার আস্বাদন অসম্ভব। **মূঢ় লোক**—অজ্ঞ ব্যক্তি। **ভাবের বৈভব**—ভক্ত-ভাবের বা প্রেমের মাহাত্ম্য।

৯১-৯২। কৃষ্ণসাম্যে মাধুর্য্যস্বাদন হয় না বলিয়া এবং একমাত্র ভক্তভাবেই মাধুর্য্যাস্বাদন সম্ভব হয় বলিয়াই বলরাম, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ এবং সঙ্কর্ষণাদি সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণতুল্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া সেই আস্বাদন-সুখে উন্মত্ত হইয়া আছেন। কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে ইঁহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণসাম্য অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে লোভনীয় বস্তুটী (মাধুর্য্যের আস্বাদন) তাঁহারা পাইতেন না, ভক্তভাব অঙ্গীকার করাতেই তাহা পাইয়াছেন।

৯৩-৯৫। অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ভক্তভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। ভক্তকুল-মুকুটমণি-শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্তভাব ব্যতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যে মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহাই বলা হইল। ৯১—৯৫ পয়ারে বিজ্ঞানুভবের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে ইত্যাদি—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে—পূর্ণ বলা হইয়াছে,

নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য-পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান। ৯৬
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ৯৭
মূল-ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ৯৯
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১০০
অদ্বৈত-মহিমানন্ত—কে পারে কহিতে।
সেই লিখি—যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১০১
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১০২
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১০৪
দুইশ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১০৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীমদদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণরূপেও ব্রজে তিনি যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে তাহাও আস্বাদন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—আস্বাদক বা রসিক-শেখর হিসাবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণতর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি কেবল বিষয়জাতীয় সুখই আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে পারেন নাই—কারণ, আশ্রয়জাতীয় সুখ-আস্বাদনের উপাদান ব্রজে তাঁহার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিল না—তাহা পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত ছিল তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধিকাতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে শ্রীরাধার ভাব তাঁহার অন্তর্ভুক্ত থাকাতে তিনি আশ্রয়জাতীয় সুখও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার—পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ-শক্তিমানের—মিলিত বিগ্রহ; সুতরাং তিনি এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়জাতীয় সুখ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন; তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। আর, এই একই স্বরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই তিনি "সর্ব্বভাবে পূর্ণ।"—সন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত বিগ্রহই পরম-স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন—যুগলিতত্বের চরম-পরিণতি—বলিয়া এই স্বরূপকেই পরমতম-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—ইহাই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ"-বাক্যের ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধার ভক্তভাব অঙ্গীকারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সর্ব্বভাবে পূর্ণতার অভিব্যক্তি—রসাস্বাদন-মাহাত্ম্যে এবং রসিক-শেখরত্বের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি। "আত্মা" অপেক্ষা ভক্ত বা ভক্তভাব যে বড়, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

৯৬। নানা ভক্তভাবে ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তভাবে নানা (নানাবিধ) স্বমাধুর্য্য (স্বমাধুর্য্যের নানাবিধ বৈচিত্রী) পান (আস্বাদন) করেন। **পূর্ব্বে**—আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

৯৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ পয়ারে শ্রীবলরামাদির ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিয়াছিলেন; এই পয়ারে তাহার উপসংহার করিতেছেন। অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া এবং অংশীর সেবা করাই অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য বলিয়া ভক্তভাবেই অবতারগণের অধিকার; তাই তাঁহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তাবতার-নামে খ্যাত হইয়াছেন। **ভক্তভাব হইতে** ইত্যাদি—ভক্তভাবে যে সুখ (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনজনিত সুখ) পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই; তাহার সমান সুখও কোথাও নাই; তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৯৮। শ্রীঅদ্বৈত কিরূপে ভক্তাবতার হইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ মূল ভক্তাবতার হওয়ায় এবং শ্রীঅদ্বৈত শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশাংশ হওয়ায় শ্রীঅদ্বৈতও ভক্তাবতার হইলেন; যে হেতু, অংশীর গুণ অংশেও বর্ত্তমান থাকে। ৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তঁহি**—সঙ্কর্ষণের অংশাবতার বলিয়া। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদিত্যাদি-শ্লোকস্থ "ভক্তাবতারং"-শব্দের অর্থের উপসংহার এই পয়ারে করা হইল।

৯৯। শ্লোকস্থ "ঈশং"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **মহিমা**—ঈশ্বরত্ব। **যাঁহার হুঙ্কারে** ইত্যাদি—ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা।